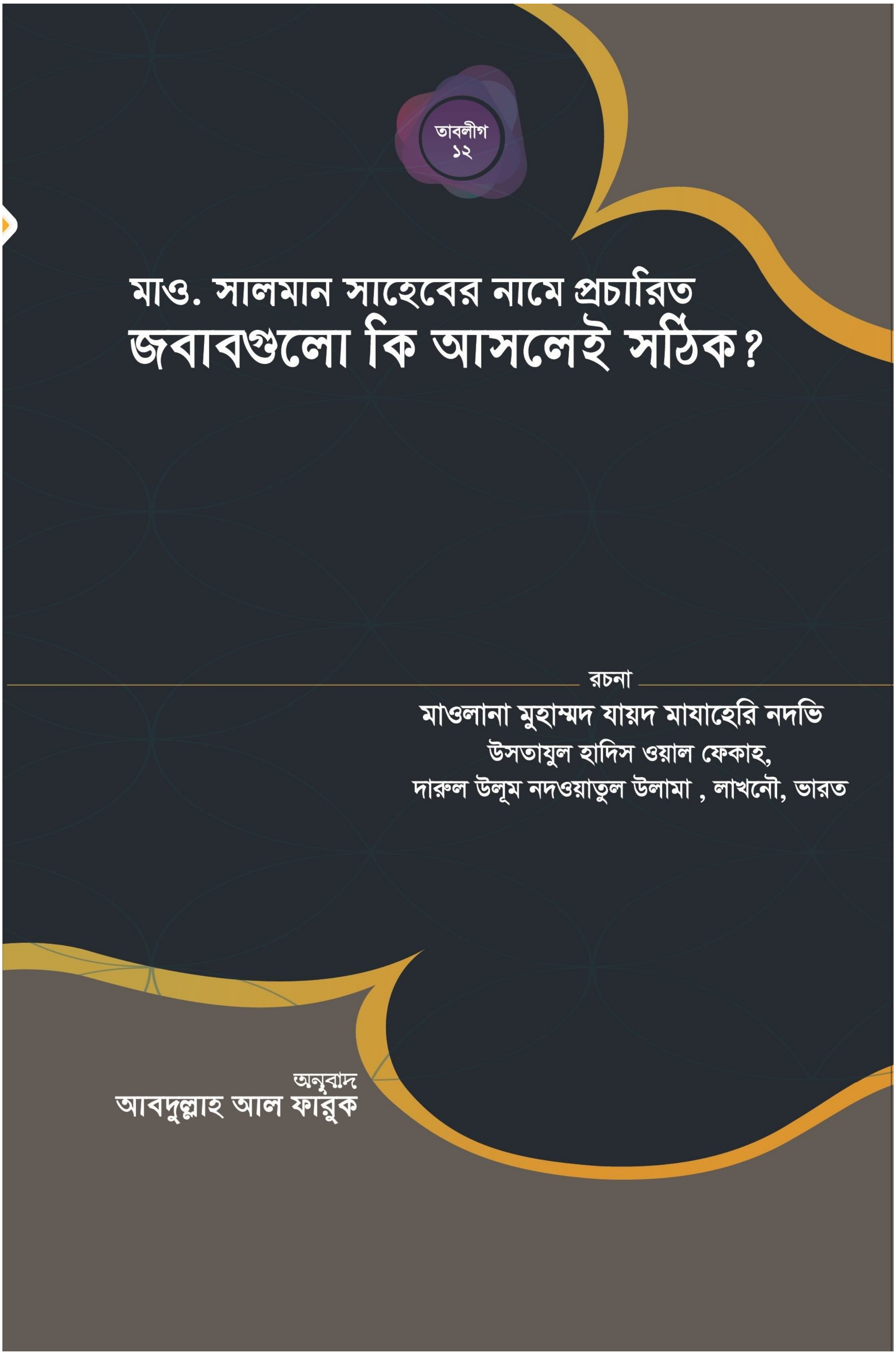

তাবলীগ
১২

মাও. সালমান সাহেবের নামে প্রচারিত
জবাবগুলো কি আসলেই সঠিক?

রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

তাবলীগ : ১২

মাওলানা সালমান সাহেবের নামে প্রচারিত জবাবগুলো কি আসলেই সঠিক?

রচনা
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৮ ঈ.
রমাযান ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
☎ : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা ☎ 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
☎ : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ১৪০ [একশ চল্লিশ] টাকা মাত্র

MAOLANA SALMAN SAHEBER NAME PROCHARITO
Z0BABGULO KI ASHOLEI SHOTHIK?
Published by : Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 140.00 US $ 5.00 only.

অর্পণ

জনাব ওয়াসিফুল ইসলাম

একদিন আপনি আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের নির্দেশনা মেনে
কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ইতাআতে উঠে আসবেন, সেই দুআ...

সূচি

এ গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট ০৯
নিযামুদ্দিন মারকায ও তাবলীগ জামাতের মাসলাক ও দ্বীনি চেতনা ১৭
মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর সাক্ষ্য ১৯
নিযামুদ্দিন মারকায ও তাবলীগ জামাতের মাসলাক-মতাদর্শ সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের স্পষ্ট ঘোষণা ২০
নিজের সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের একটি স্পষ্ট লিখিত ঘোষণা ও দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের পূর্ণ আস্থা ২৪

আপত্তিকর বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বইটির যেসব ত্রুটি চোখে পড়েছে

১. আকাবিরের হক মাসলাকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরি ২৯
২. সহিহ বর্ণনার মুকাবিলায় যঈফ, বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যাজ্য বর্ণনা কোনো যুগেই গ্রহণযোগ্য নয় ৩১
পরিত্যাজ্য ও অনির্ভরযোগ্য তাফসিরের ছয়টি উদাহরণ ৩২
ইমাম মুসলিম রহ. এর ফরমান ৪৮
৩. বিচ্ছিন্ন বর্ণনার ধর্তব্য নেই ৫২
৪. আকাবির উলামার তারজিহকৃত বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে ৫৩
৫. যেকোনো মাসআলার তাহকিক হতে হবে ইখলাসদীপ্ত চেতনা নিয়ে ৫৭
৬. স্রেফ উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের নাম বলে দেওয়াই যথেষ্ট নয় ৫৯
৭. অনেক সময় সঠিক ঘটনা নকল করাও সঠিক নয় ৬১
৮. মাওলানা সাদ সাহেবের অস্পষ্ট রুজুর ওপর উলামায়ে কেরামের অস্বস্তি ৬৫

আমাদের আকাবির মনীষার রুজুর চিত্র

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি রহ. এর আদর্শ ৬৫
হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর রুজুর আদর্শ
৯. আরেকটি দুঃখজনক বিষয় ৭৫
১০. প্রচারিত জবাবনামার কারণে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ৭৯
১১. মাসলাক ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর সর্বযুগে এক ছিল, আগামীতেও এক ও অভিন্ন থাকবে, ইনশাআল্লাহ ৮১
মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের মতাদর্শ ৮৪
৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি. / ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার গৃহীত সিদ্ধান্ত ৮৭
১২. প্রচারিত জবাবনামার কারণে সর্বমহলের অস্থিরতা ও উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ৯০

এ গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট

এ বইটি মূলত মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি দামাত বারাকাতুহুমের নির্দেশ পালন করে লেখা হলো। হযরত আমাকে জানিয়েছিলেন, ‘মৌলভি সাদ সাল্লামাহুর যে কথাগুলো নিয়ে আপত্তি ওঠেছে, সেগুলোর ব্যাপারে একদল আলেম ও কয়েকজন উসতাযুল হাদিস যৌথভাবে তাহকিক করেছেন। তাদের তাহকিককৃত বই ছেপে এসেছে।’

হযরত আমাকে এ কথাও জানিয়েছিলেন যে, ‘এই নতুন জবাবি বইটি কয়েকজন আকাবির, উদাহরণস্বরূপ হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি সাহেব ও মাওলানা মুফতি আতিক আহমদ বাসতাভি সাহেব (উসতায, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ) প্রমুখের কাছে শুদ্ধতা যাঁচাইয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।’ হযরত এ কথাও বলেছেন, ‘এ বইয়ের জবাবগুলোর ওপর যদি উলামায়ে কেরাম কোনো আপত্তি তোলেন তাহলে তা আমাকে লিখে জানিয়ো। আমি দেখতে চাই।’

কাজেই এ বই মূলত হযরত দামাত বারাকাতুহুমের সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়ন মাত্র। তারই সূত্র ধরে আমি মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর কথাগুলোর মধ্য হতে নির্দিষ্ট কয়েকটি কথার ওপর ইলমি তাহকিক করার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, নিদের্শ পূরণ করে এই বইসহ এ সবগুলো বই হযরতের খেদমতে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি খুব বেশি শোকর আদায় করছি এজন্যে যে, মাওলানা সালমান মাযাহেরি দামাত বারাকাতুহুম অধমকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত মনে করে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। হযরতের নির্দেশ অনুসারে আমি অধম পূর্ণ সততার সঙ্গে জবাব লেখার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

এ জাতীয় কাজগুলোর জন্যে আমি এত দিন যেসকল আকাবিরের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছি, তাঁদের সবার খেদমতেও এই প্রবন্ধগুলো পেশ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আকাবির উলামায়ে কেরাম এ প্রবন্ধগুলোর ওপর পূর্ণ সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। তাঁরা অধমকে এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই প্রবন্ধসমগ্র আপনি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান সাহেব মাযাহেরি সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দিন। (যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর কথাগুলোর সমর্থনে আলোচিত বইটি লেখা হয়েছে।) প্রবন্ধগুলো তার খেদমতে পাঠানোর পর নির্দিষ্ট সময়কাল অপেক্ষা করুন। দেখুন, সেখান থেকে কী প্রতিক্রিয়া আসে? তারা কি এর জবাব দেন, না মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে লিখিত প্রবন্ধ প্রত্যাহার করে নেন। যদি সেখান থেকে কোনো জবাব নাও আসে তারপরও এটিকে এখনই বই আকারে ছাপতে যাবেন না। অবশ্য তারা যেহেতু মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত ওই জবাবি বইটিকে হোয়াটসঅ্যাপ জাতীয় ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দিয়ে ইতোমধ্যে অনেক লোককে বড় ধরনের গুমরাহির মাঝে ফেলে দিয়েছে, এজন্যে আপনিও এই বইগুলোকে হোয়াটসঅ্যাপ জাতীয় মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিন। যেসব মানুষ তাদের বই পড়ে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছে, তাদেরকে যেন সঠিক পথে ফেরানোর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা যায়।

আকাবির মনীষার পরামর্শ মেনে ও তাঁদের নির্দেশনা অনুসারে আমরা তেমনটাই করেছি। হযরতের খেদমতে প্রেরণ করার পর একটি দীর্ঘ সময় আমরা সবগুলো প্রবন্ধ জনগণের কাছ থেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করেছি। এখন উম্মতের দ্বীনি কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে, বিদ্যমান ভুল বুঝাবুঝিগুলো দূর করার জন্যে আকাবির মনীষার পরামর্শ অনুসারে হোয়াটসঅ্যাপ ও এ জাতীয় ইলেক্ট্রনিক্স প্রচারমাধ্যমে আপলোড করা হলো।[১]

বাস্তবতা হলো, এ জাতীয় প্রবন্ধগুলো জনগণের সামনে মেলে ধরতেও অধমের অভিরুচি রাজি হচ্ছিল না। স্রেফ উম্মতের কল্যাণকামিতা ও দ্বীনি জরুরতের প্রেক্ষিতে প্রচুর ইসতিখারা ও পরামর্শ করে, বিষয়টির ওপর দিনের পর দিন চিন্তা-ভাবনা করে, সর্বোপরি আকাবির মনীষার হিদায়াত অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, শরিয়তকে বিজয়ী করতে হলে এবার আমাদেরকে আমাদের মানসিক অভিরুচিকে বিসর্জন দিতে হবে। সে প্রেক্ষিতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

---

[১] বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা একই পথ অবলম্বন করেছি। মাওলানা সালমান সাহেবের নামে প্রচারিত বইটি ইতোমধ্যে বাংলায় অনূদিত হয়ে সর্বত্র ব্যাপকাকারে ছড়ানো হয়েছে। যার ফলে মেহনতের অনেক সাথী বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ছেন। তাদের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে মুরুব্বিদের পরামর্শেই বইটির বঙ্গানুবাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। –অনুবাদক

মাওলানা সাদ সাহেবের একের পর এক রুজু এবং দারুল উলূম দেওবন্দের ঘোষিত অবস্থান ও প্রদত্ত ফতোয়ার ব্যাপারে এখনো অনেক ভাই ধোঁয়াশার মাঝে আছেন। তারা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র না জানার কারণে বিভিন্ন ধরনের অপধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির শিকার হচ্ছেন। তাদেরকে এ জাতীয় অপধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে উদ্ধার করার জন্যে একটি পৃথক প্রবন্ধে রুজু সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করেছি। উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে আছেন, আশা করি, আমরা তাদের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরলে তাদের মস্তিষ্ক পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তারা ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির গুনাহ ও বিপদ থেকে নিজের বাঁচাতে সমর্থ হবে।

এ প্রসঙ্গের ওপর আমার লেখা সবগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠি ও পাণ্ডুলিপি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান সাহেবের খেদমতে ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বশেষ ঘোষণা ও মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধ পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার সবগুলো লেখা দু' ধরনের।

প্রথম প্রকারে রয়েছে, انکشاف حقیقت 'ইনকিশাফে হাকিকত। এখানে মাওলানা সাদ সাহেবের সবগুলো রুজু এবং দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান ঘোষণা ও ফতোয়া সম্পর্কিত সব তথ্য সংকলন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে, جوابات کی حقیقت (জাওয়াবাত কি হাকিকত)। এ প্রকারের প্রবন্ধগুলোতে মাওলানা সাদ সাহেবের তরফদারি করে লেখা জবাবি বইয়ের ওপর গভীর নিরীক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

আমার সবগুলো প্রবন্ধের একক উদ্দেশ্য হলো, উম্মতের সামনে সঠিক চালচিত্র তুলে ধরা, যেন সবাই সঠিক ইলম ও বাস্তবতার আলোকে নিজেদের মন পরিষ্কার রাখে এবং উলামায়ে কেরাম, মুফতিগণ ও মাদরাসাকর্তৃপক্ষের ব্যাপারে কোনো ধরনের মন্দধারণা পোষণ করে বা মন্দ বাক্য উচ্চারণ করে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস না করে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুসতাকিমের ওপর চলা ও দৃঢ়পায়ে অবস্থান করার তাওফিক দিন। আমিন। আল্লাহ না করুন, আমরা কখনই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো কোনো বিশেষ দলের প্রতি বিরোধিতার আবেগে অন্ধ হয়ে লিখিনি। কাউকে সমর্থন যোগানোর আবেগ নিয়েও আমরা কলম ধরিনি। আমাদের আসল ও একক উদ্দেশ্য হলো, দ্বীন, শরিয়াত ও মুসলিম উম্মাহর হিফাযত করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার অন্তরের অবস্থা ভালো করেই জানেন।

আমি দাওয়াত ও তাবলীগের সেসকল সাথীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই, যারা বিরাজমান পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে শুধু উলামায়ে দেওবন্দ ও ইফতা বোর্ডের সঙ্গেই বেয়াদবি করছেন না; বরং অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সঙ্গে স্রেফ অপধারণার বশবর্তী হয়ে বেয়াদবি ও ঔদ্ধত আচরণ করছেন। হকপন্থী আলেমদের সঙ্গে যাদের এতদিনের নৈকট্য এখন দূরত্বে বদলে গেছে। ভালোবাসার স্থলে ঘৃণা জন্মেছে। আল্লাহর এমন অজস্র বান্দা রয়েছে, যারা মাদরাসা ও দারুল ইফতার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে নিজেই নিজের দ্বীনি ক্ষতি বয়ে আনছে, সেসকল তাবলীগি ভাই ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির কাছে আমরা পূর্ণ শিষ্টাচার ও ভালোবাসার সঙ্গে এতটুকু কথা নিবেদন করতে চাই, 'যেই দ্বীনি মারকায, মাদরাসা, উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের প্রতি গতকালও আপনার সুধারণা ছিল; যাঁরা আপনার ভালোবাসা, সেবা ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল; দ্বীনের ক্ষেত্রে রাহনুমায়ির জন্যে আপনি যাঁদের শরণাপন্ন হতেন; যাঁদের সঙ্গে সম্প্রীতি, ত্যাগ, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনি এতদিন মোটেও কার্পণ্য করেননি, আলহামদুলিল্লাহ, সেই উলামায়ে কেরাম এখনো সত্যের ওপর, দ্বীনের সঠিক মেজায ও মননের ওপর অবিচল রয়েছেন। তাঁরা এখনো সেই দায়িত্বই পালন করে চলেছেন, যা নবির ওয়ারিস ও নবুওয়াতের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের করণীয়। তাঁদের সঙ্গে এভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করার কারণে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কটু কথা, অশ্রাব্য গালিগালাজ কিংবা মন্দধারণা পোষণ করার কারণে তাঁদের কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি যা হওয়ার, আপনার নিজেরই হবে। কেননা এই আল্লাহওয়ালা আলেমগণ নবিদেরই স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা নবুওয়াতি ইলমের বাহক। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁরা যেমন পূর্বেও এই দাওয়াত ও তাবলীগের বিরোধী ছিলেন না, তদ্রূপ নিযামুদ্দিন মারকায ও সেখানকার যিম্মাদারদের সঙ্গে তাঁদের কোনো ধরনের বৈরীতা বা বিদ্বেষও নেই। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক চালচিত্র সম্পর্কে উম্মতকে সচেতন করা ও তাঁদের সঠিক পথ দেখানো এই উলামায়ে কেরামেরই পদাধিকারসুলভ দায়িত্ব। যদি তাঁরা এ দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে নিজের পদাধিকারসুলভ দায়িত্বে অবহেলা করার অপরাধে তাঁদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই তাঁদের সেই পদাধিকারসুলভ দায়িত্বপালনকে বিরোধিতার তকমা দেওয়া বা বিদ্বেষ ও বৈরীতার ফসল দাবি করা শয়তানের অনেক বড় চক্রান্ত। শয়তান এ কাজের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরে বিচ্ছেদ সৃষ্টি

করে, উম্মতকে পৃথক দুটি শিবিরে বিভক্ত করতে চাচ্ছে।

কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভাবুন। নিজেকে কোনো পক্ষে না রেখে মুক্ত মনে, নিষ্ঠার সঙ্গে, নিরেট দ্বীনি জযবা সহকারে আমাদের ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো পড়ুন। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। এই নিরপেক্ষ অধ্যয়ন আপনাকে সঠিক পথ অবলম্বন করতে এবং সঠিক পরিণতিতে উপনীত হতে সহায়তা করবে। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

ومن يؤمن بالله يهد قلبه

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে পথ দেখান।'

এ সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত যে প্রবন্ধগুলো লিখেছি, সেগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করে পড়া যেতে পারে—

প্রথম ভাগে, মাওলানা সাদ সাহেবের একাধিক রুজু এবং দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান ঘোষণা ও ফতোয়া প্রদান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের সমর্থনে ও তার তরফদারি করে প্রকাশিত জবাবি বই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বইটিতে মৌলিকভাবে কি কি ত্রুটি ও অসঙ্গতি রয়েছে।[২]

তৃতীয় ভাগে, এমন কিছু পুস্তিকা রয়েছে, যেখানে মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানকৃত আপত্তিকর কথাগুলো শারঈ দলিলের আলোকে বিশ্লেষণ ও তাহকিক করা হয়েছে। এ ধরনের পুস্তিকার সংখ্যা দশ।[৩]

চতুর্থ ভাগে, অধমের সেই প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো সংকলন করা হয়েছে, যেগুলো মাওলানা সাদ সাহেব ও অন্যান্য আকাবির মনীষা হযরতের খেদমতে পেশ করেছি। এ ধরনের প্রবন্ধ ও চিঠির সংখ্যাও আনুমানিক দশ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর মনোনীত দ্বীনের জন্যে কবুল করুন। এ বইগুলোকে তিনি পরিস্থিতির উত্তরণ, সংকটের সমাধান ও বিচ্যুতির সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকাহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলূম লাখনৌ
৮ রজব ১৪৩৯ হি.

---

[২]. বক্ষ্যমাণ বইটিই এর অনুবাদ।

[৩]. তাবলীগ সিরিজের ১৩ নম্বর বই থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু হবে।

নিযামুদ্দিন মারকায ও তাবলীগ জামাতের মাসলাক ও দ্বীনি চেতনা

তাবলীগ জামাত হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের আকাবির উলামায়ে হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত একটি হকপন্থী জামাত। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলভি রহ. ছিলেন এ জামাতের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও ভিত্তিস্থাপক। তিনি এই দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির উলামায়ে হকের কাছ থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা— দুটোই লাভ করেছিলেন। আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীনের যেই মাসলাক-মাশরাব বা মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনা লালন করতেন, মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. সেই চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শেরই বাহক ছিলেন। এ কারণে, যুগে যুগে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে মাযাহিরে উলূম এই জামাতকে শতভাগ সমর্থন দিয়েছেন এবং আমলের ময়দানে সঙ্গ দিয়ে এই জামাতকে শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

‘উলামায়ে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর আওর উনকি ইলমি ও তাসনিফি খিদমাত’ গ্রন্থের লেখক লিখেছেন—

> ‘মাদরাসায়ে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, এই মাযাহিরে উলূমই তাবলীগ জামাতের আঁতুড়ঘর। এই সুবিস্তৃত জামাতের মাধ্যমে পৃথিবীর যতগুলো দেশে, যতগুলো জাতির মাঝে দ্বীনের আবহ ও ইসলামের বার্তা ছড়াবে, যে পরিমাণ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে, মুবাল্লিগ ও দাঈদের সংখ্যা ও কার্যক্রম যত বেশি বাড়বে, তাঁদের সক্ষমতার মাঝে যে পরিমাণ সংযোজন হবে, তা অবশ্যই মাযাহিরে উলূমের সদকায়ে জারিয়া বিবেচিত হবে।
>
> তাবলীগ জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. নিজ জীবনের মূল্যবান দীর্ঘ সময় এই মাযাহিরে উলূমের চৌহদ্দির ভেতরেই অতিবাহিত করেছেন। এখানে পাঠদান, ফিকাহ ও ফাতাওয়ার উঁচু খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ছাড়াও কর্মজীবনের একটি দীর্ঘ অংশে এখানকার প্রাথমিক আরবি জামাতগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৩৫০ হিজরি, মুতাবেক ১৯৩২ ঈসাব্দে তাঁকে মাদরাসার ছোট-বড় যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে মাদরাসার উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রেখেছেন। [উলামায়ে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর আওর উনকি ইলমি ও তাসনিফি খিদমাত : ২১৩]

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর সাক্ষ্য

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. তাঁর লেখা ‘এক ই‘লান ও শাহাদাত বিল হক’ প্রবন্ধে লিখেছেন, এই তাবলীগ জামাতের মাসলাক ও মাশরাব এবং এর ইলমি ও রুহানি কার্যক্রম আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ, বিশেষত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. এর সঙ্গে নিবীড়ভাবে যুক্ত। তিনি সেই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন—

> ‘এই আকিদা ও মাসলাক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই জামাতের যিম্মাদার, মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর পরিবারের সদস্যবর্গ ও নিযামুদ্দিন মারকাযের সংশ্লিষ্টদের মাঝে জাগ্রত ছিল এবং এখনো আছে। [খুতুবাতে আলি মিয়াঁ, পৃষ্ঠা : ৯৪, খণ্ড : ৫]

কাজেই হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ. হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. যেই মাসলাক ও মাশরাবের বাহক ছিলেন, তাঁদের মাঝে দ্বীনের যেই চিন্তা-চেতনা ছিল, সেটাই এই তাবলীগ জামাতের মাসলাক, মাশরাব ও মতাদর্শ। হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. এর এই মাসলাককেই ‘দেওবন্দের মাসলাক’ বলা হয়ে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যেই মাসলাক লালন করে থাকেন, সেটাই

‘দেওবন্দের মাসলাক’।

মাসলাকে দেওবন্দ হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি, যার বিশদ বিবরণ হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব রহ. তাঁর কালজয়ী রচনা ‘উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মাসলাকি মিজায’ গ্রন্থে এবং কিছু বিবরণ হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. তাঁর অনন্য রচনা ‘আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’ এর মাঝে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করেছেন।

সারকথা হলো, দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের আকাবির মনীষার মাসলাক-মাশরাব ও আকিদাই তাবলীগ জামাতের মতাদর্শ ও আকিদা। সেই বিশ্বাস ও আদর্শ লালন করতেন হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. প্রমুখ। মুফাককিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. সংক্ষিপ্ত বাক্যে সেই কথার ই‘লান ও শাহাদাহ দিয়েছেন।

২০১৬ সালে ভুপালে অনুষ্ঠিত তাবলীগি ইজতিমায় মাওলানা সাদ সাহেব লাখো লাখো মানুষের সামনে একই ই‘লান ও শাহাদাহ জানিয়েছেন। কেমনযেন তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে এর সাক্ষী বানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদেরকে এ হিদায়াতও করেছিলেন যে, তারা যেন এ পয়গাম অন্য ভাইদের কাছে পৌঁছে দেয়। মাওলানার সেই শাহাদাহ ও উমুমি হিদায়াত নিম্নে তুলে ধরছি—

নিযামুদ্দিন মারকায ও তাবলীগ জামাতের মাসলাক-মতাদর্শ সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের স্পষ্ট ঘোষণা

হযরত মাওলানা সাদ সাহেব ভুপালের বিশ্বইজতিমায় লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এ বাস্তবতা জানিয়েছেন,

‘১.

আমাদের কোনো পৃথক মাযহাব বা পৃথক তরিকা নেই। আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। যেই মারকায থেকে আমরা আমাদের চলার পথ পাই, পথের পাথেয় পাই, দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাই, জ্ঞানগত উপকার পাই তা হলো, দ্বীনি মাদরাসাসমূহ। উত্তরপ্রদেশে আল্লাহ তাআলা দ্বীনি মাদরাসাগুলোকে মারকায বানিয়েছেন। আমরা আমাদের মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে এদিক-ওদিকে দিকভ্রান্ত হয়ে না ঘুরে এই মাদরাসাগুলোর শরণাপন্ন হব। দেওবন্দ ও দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হব। তাঁদের মাসলাক ও মতাদর্শই আমাদের মতাদর্শ। দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের চেতনাই আমাদের চেতনা। দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো শাখায় তিল পরিমাণ নিজস্ব অভিমত চাপিয়ে দেওয়ার কল্পনা আগেও যেমন ছিল না, এখনো নেই।’

২.

মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমার স্পষ্ট বক্তব্য হলো, তাবলীগি মেহনতের সঙ্গে জড়িত কেউ যদি মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজের কোনো রায় বা নিজস্ব কোনো মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার কোশেশ করে তাহলে সেটি চরম গুমরাহি হবে এবং বড় ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্যে এ কথা আমরা আমাদের অন্তরে গেথে নিই। কখনই এ ভাবনা মনের মাঝে জায়গা দেওয়া যাবে না যে, আমরা জীবনের কোনো শাখায় এ সকল মাদরাসা ও কেন্দ্রীয় স্থানগুলো থেকে পৃথক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লালন করব অথবা কোনো পৃথক তরিকা পালন করব, বা এখান থেকে সরে অন্য কোনো উৎস ও মাসলাকের কাছে যাব। আমাদের এখানে এর কোনো সুযোগই নেই। কারণ হলো, শুধু বর্তমানেই নয়; মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বরং তাঁরও আগ থেকেই সর্বযুগে প্রতিটি ইলমি, ব্যক্তিগত, সামষ্টিক অর্থাৎ সকল মাসআলায় সবসময় এ প্রতিষ্ঠানগুলোই আমাদের কেবলা ও আমাদের একক আশ্রয়।

৩.

আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, এগুলো পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে মনে রাখতে হবে। আল্লাহ তাওফিক দিলে অন্যদের কাছেও কথাগুলো পৌঁছাতে হবে। প্রচুর মসজিদ আছে, যেখানে কোথাও তাফসিরের মজলিস হয়, কোথাও হাদিসের হলকা হয়, সেগুলোর সঙ্গে কোনো ধরনের সংঘর্ষ করা অনেক বড় অজ্ঞতার কথা। ইলম তো সবসময় আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, এই হলকাগুলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এবং দেওবন্দি মাসলাক ও মতাদর্শের সঙ্গে

> যুক্ত আছে, কি নেই? এতটুকু অবশ্যই দেখে নিতে হবে। মজলিস দেখলাম আর বসে পড়লাম, এমনটা সমীচিন নয়। এক মসজিদে ইলমি মজলিসও হতে পারে, গাশতও হতে পারে। সমস্যার কিছুই নেই। আপনি ইলমি মজলিস, দরসের হলকা করতে চাচ্ছেন, আমরা গাশত বিকেলে বা সন্ধ্যায় করে নেব। আপনার কাজ প্রাধান্য পাবে। আপনার মসজিদের দরসের হলকা অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের দায়িত্ব হবে, লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনা এবং উম্মতকে ইলমের ওপর তুলে আনা।’
> (তিনি ঠিক এ শব্দগুলোই বলেছেন)।

বাস্তবতা হলো, মুফাককিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. তাবলীগ জামাতের মাসলাক ও আকিদা সম্পর্কে ‘এক ই‘লান ও শাহাদাত বিল হক’ (খুতুবাতে আলি মিয়াঁ, পৃষ্ঠা : ৯৪, খণ্ড : ৫) প্রবন্ধে খুবই সংক্ষেপে যেই বাস্তবতা তুলে ধরেছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব তাবলীগ জামাত ও নিযামুদ্দিন মারকাযের আকিদা ও মাসলাক সম্পর্কিত সেই কথাগুলোকেই বিস্তারিতভাবে, পূর্ণ বিবরণ সহকারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, যে কোনো ব্যক্তিই খুব সহজেই কথাগুলো বুঝতে পারবে। মাওলানার উপরিউক্ত বিশদ বিবরণ সম্বলিত এ বয়ান আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মনন ও চিন্তাধারার বিলকুল যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করে। মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব পুরো তাবলীগ জামাত ও নিযামুদ্দিন মারকাযের পক্ষ থেকে ভুপালের ইজতিমায় লাখো মানুষের সামনে এই শাহাদাহ ও হিদায়াহ প্রদান করেছিলেন। এর বাইরে আরো কিছু স্থানে মাওলানা সাদ সাহেব নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে যে বয়ানগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোও আপনাদের সামনে মেলে ধরছি—

নিজের সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের একটি স্পষ্ট লিখিত ঘোষণা ও দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের পূর্ণ আস্থা

অবস্থানের ব্যাখ্যা চেয়ে কিছু ফতোয়ার মাঝে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ ও দারুল ইফতার মুফতিয়ানে কেরামের পক্ষ থেকে যেই প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছিল, সেগুলোর উত্তরে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজের আকিদা ও বিশ্বাস, মাসলাক ও মতাদর্শ স্পষ্ট করে লিখেছেন,

> ‘অধম কোনো দ্বিধা ও জড়তা না রেখে পরিষ্কার শব্দে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করে যে, অধম আলহামদুলিল্লাহ, নিজের সকল আকাবির এবং দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের সকল উলামা-মাশায়েখের অবস্থান, নিজ জামাতের আকাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসানের মাসলাক ও মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এথেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুতিও পসন্দ করি না। (রুজুনামার সর্বপ্রথম চিঠি। সাআদাতনামা গ্রন্থের ১১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।)

চতুর্থ রুজুনামার মাওলানা সাদ সাহেব লিখেছেন,

> ‘দারুল উলুম দেওবন্দের আলেমদের ওপর অধমের পূর্ণ আস্থা আছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের তুর পাহাড়ে গমন সম্পর্কিত ঘটনায় অধম তার পূর্বের সকল বয়ান থেকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই রুজু করছে। আগামীতে এ কথা বয়ান করা থেকে ইনশাআল্লাহ শতভাগ নিবৃত্ত থাকার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করছে। মহান আল্লাহ নিজ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিন। আমিন।’
>
> এতটুকুই নিবেদন। ওয়াস সালাম।

বান্দা মুহাম্মদ সা‘দ
বাংলাওয়ালি মসজিদ, হযরত নিযামুদ্দিন দিল্লি
৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরি/ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈ.
(দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত সাআদাতনামা গ্রন্থের ২৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেবের উপরিউক্ত আলোচনা ও চিঠি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের উদ্দেশে তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার আলোকে যেই বিষয়গুলো স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো,

১. আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। দ্বীনি মাদরাসাগুলোই আমাদের চেতনা ও আদর্শের মারকায। আমাদের রাহবারি ও পথনির্দেশনা এ সকল দ্বীনি মাদারিস (দারুল উলূম দেওবন্দ ইত্যাদি) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মারকাযি মাদরাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের পৃথক কোনো মাযহাব ও তরিকা নেই।

২. দেওবন্দ ও সেখানকার কর্তৃপক্ষ যেই মাসলাক লালন করেন (মারকায নিযামুদ্দিন দিল্লির অধীনস্থ) তাবলীগ

জামাতের মাসলাকও সেটাই।

৩. ইলমি, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে এই মারকাযি দ্বীনি মাদরাসাগুলোই আমাদের কেবলা ও শরণাপন্ন হওয়ার জায়গা। অর্থাৎ এখানকার হিদায়াত ও নির্দেশনার ওপরই আমরা আমল করব।

৪. দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো শাখায় এ সকল মারকাযি দ্বীনি মাদারিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব রায় কায়েম করার কল্পনাও আমাদের নেই।

৫. আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে দেওবন্দের মাসলাক থেকে সরে নিজস্ব কোনো অভিমত দাঁড় করতে চাওয়া নেহায়েত গুমরাহি ও বড় ফেতনার কারণ হবে।

৬. যারা তাবলীগের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের জন্যে এ সকল মারকাযি মাদারিস ও স্থানগুলো থেকে সরে অন্য কোনো মাসলাক বা মতাদর্শ গ্রহণ করার কোনো সুযোগই নেই।

৭. ইলমি মাসায়েলের ক্ষেত্রে এদিক-ওদিকের তাহকিকের পেছনে ছোটা যাবে না; বরং সর্বোতভাবে দেওবন্দের মাসলাকই গ্রহণ করতে হবে। কেননা দেওবন্দ ও দেওবন্দকর্তৃপক্ষের মাসলাকই আমাদের মাসলাক। আমরা এখান থেকে পৃথক কোনো মাসলাক অনুসরণ করি না এবং আমরা এখান থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জামাতও নই।

৮. ইলমি ময়দানে, বা কুরআনের কোনো দরসে বা দ্বীনি মজলিসে অংশগ্রহণ করা বা আয়োজন করার আগে দেখতে হবে যে, তা দেওবন্দের মাসলাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি-না?

৯. খোদ মাওলানা সাদ সাহেব দাবি করেছেন যে, তিনি দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির উলামা-মাশায়েখের মাসলাক ও অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি এ মাসলাককেই হক মনে করেন। এখান থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়াকেও তিনি পসন্দ করেন না।

১০. ইলমি তাহকিক বা জ্ঞানগত গবেষণার ক্ষেত্রেও মাওলানা সাদ সাহেব উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিকাতের ওপর আস্থা পোষণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিক পরিপন্থী যে কথাগুলো বয়ান করেছেন, সেগুলোর সবকটি থেকে নিঃশর্তে, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে রুজু করছেন।

বাস্তবতা হলো, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের উপরিউক্ত মৌখিক বয়ান ও লিখিত চিঠি এবং জোরালো হিদায়াত সামনে রাখলে মাওলানার আপত্তিকর কথাগুলো ও বিতর্কিত জটিলতাগুলো নিরসন করা ও সমাধানে উপনীত হওয়ার কাজটি খুবই সহজ হয়ে যায়। মাওলানার কোনো কথার ওপর আপত্তি উঠলে, তার ওপর সর্বপ্রথম এ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, এক্ষেত্রে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিক কী? এ বিষয়ে মৌলিকভাবে বা প্রাসঙ্গিক আকারে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ কী লিখেছেন? যদি বাস্তবেই মাওলানার কোনো কথা আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক ও মতাদর্শ এবং তাঁদের দ্বীনি অভিরুচি ও মানসিকতার পরিপন্থী হয় তাহলে এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, মাওলানার এ কথাগুলো দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরামের মাসলাক ও মাশরাবের বিপক্ষে গেছে। কাজেই মাওলানা এ কথাগুলো থেকে রুজু করুন এবং আগামীতে এ ধরনের বয়ান থেকে নিবৃত্ত থাকুন। ইতোমধ্যে যে বয়ানগুলো করে ফেলেছেন, সেগুলোর প্রতিবিধান করুন। যদি তিনি তা না করেন তাহলে মাওলানার স্বীকারোক্তি ও দাবির সঙ্গে মাওলানার কথা ও কাজের মিল থাকল না। অর্থাৎ মাওলানার এ ধরনের বয়ানগুলো খোদ মাওলানারই স্ববিরোধিতার নজির হবে।

আপত্তিকর বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বইটির যেসব ত্রুটি চোখে পড়েছে—

১.

আকাবিরের হক মাসলাকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরি

এতোক্ষণ আমরা যে তথ্যগুলো উপস্থাপন করলাম, তার আলোকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির আলেমগণই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরাই এই বীজ বপন করেছেন। তাঁরাই এখানে পানি সিঞ্চন করে এটিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এই জামাত তাঁদেরই মাসলাক ও মানহাজের ওপর অবিচল থেকে এসেছে এবং তাঁদের নির্দেশনা মেনে কর্মক্ষেত্রে মেহনত চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আবশ্যক হলো, এই দাওয়াত ও তাবলীগের ছোট-বড় সমস্ত মারকায, বিশেষত নিযামুদ্দিন মারকাযের স্টেজ থেকে, দাওয়াত ও তাবলীগের অধীনে আয়োজিত বড় বড় ইজতিমাগুলোর স্টেজ থেকে এমন কোনো কথা উম্মতের কাছে ছড়ানো যাবে না, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তথা দেওবন্দি মাসলাকের পরিপন্থী, বা যা আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মূলনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের পরিপন্থী। যদি এ কথা মানা না হয় তাহলে এই জামাত আর সেই জামাত থাকবে না, যেই জামাতকে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলভি রহ. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে জামাতকে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরাম সমর্থন-সহযোগিতা জানিয়ে এসেছেন, দিল্লির নিযামুদ্দিনে যে জামাতের মারকায এবং যে জামাতের যিম্মাদারগণ নিজেরাও নিজেদেরকে দেওবন্দি মাসলাকের অনুসারী হওয়ার জোর গলায় স্বীকারোক্তি ও দাবি জানিয়েছেন। কাজেই সবচেয়ে জরুরি হলো, মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল আলেম কর্তৃক যেসকল মাসআলার ওপর তাহকিক-গবেষণা হলো, সেসকল মাসআলায় কোনোভাবেই দেওবন্দি আকাবির উলামার তাহকিক ও তাঁদের মাসলাক-মাশরাব (মতাদর্শ ও চেতনা) এর লঙ্ঘন করা যাবে না। তদ্রূপ কোনো ইজতিমা বা নিযামুদ্দিন মারকায থেকে প্রচারিত কোনো বয়ানে দেওবন্দি মাসলাকের পরিপন্থী আলোচনা করা যাবে না। আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের সামনে মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় যেই জবাবি লেখা আছে, সেখানে এ বিষয়টি মোটেই লক্ষ্য রাখা হয়নি। প্রথমত সেখানে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিক ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিষ্কার লঙ্ঘন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সেখানে শক্তিশালী ও রাজেহ তাফসিরের পরিবর্তে যঈফ, মারজুহ ও মারদুদ (দুর্বল, অযোগ্যতর ও পরিত্যাজ্য) তাফসিরের উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে। যা দেওবন্দি আলেমদের সুস্পষ্ট অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইনশাআল্লাহ, আমাদের সামনের বইগুলোতে আমরা একে একে সবগুলোর বিবরণ তুলে ধরব।

২.

সহিহ বর্ণনার মুকাবিলায় যঈফ, বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যাজ্য বর্ণনা কোনো যুগেই গ্রহণযোগ্য নয়

মুহাক্‌কিক উলামায়ে কেরাম তাঁদের রচনাবলির মাঝে বারবার এ কথা লিখেছেন যে, রাজেহ তাফসিরের মুকাবিলায় মারজুহ তাফসির, শক্তিশালী তাফসিরের মুকাবিলায় যঈফ তাফসির, মাশহুর বর্ণনার বিপরীতে শায (ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন) বর্ণনা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা এ কথা পর্যন্ত লিখেছেন যে, রাজেহ (প্রণিধানশীল) এর মুকাবিলায় মারজুহ (অযোগ্যতর) তাফসির অস্তিত্বহীন শূন্য বস্তুর মতো। অর্থাৎ সেই মারজুহ তাফসির বা বর্ণনা বয়ান করাও যাবে না, নকল করাও যাবে না।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. লিখেছেন—

> ‘নিশ্চয়ই মারজুহ কওলের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধান জানানো বা ফতোয়া দেওয়া অজ্ঞতা ও ইজমার লঙ্ঘন।’ [ফতোয়ায়ে শামী, পৃষ্ঠা : ৫৫, খণ্ড : ১]

তিনি আরো লিখেছেন—

> ‘নিশ্চয়ই মারজুহ কওলের ভিত্তিতে বিধান দেওয়া ও ফতোয়া জানানো উম্মাহর ঐকমত্যের লঙ্ঘন। আর রাজেহ কওলের বিপরীতে মারজুহ কওলকে অস্তিত্বহীন বিবেচনা করা হবে। আর কোন কওলকে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে একই বিষয়ের অন্য কওলগুলোর ওপর প্রাধান্য দেওয়া নিষিদ্ধ। [রাসমুল মুফতি : ১০০]

ফুকাহায়ে কেরাম ফিকাহর কিতাবাদির মাঝে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে। এই সাধারণ স্থানগুলোতে যদি এমন বিধান হয়ে থাকে তাহলে এমন ইলমি বিষয়, যার সম্পর্ক আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সিরাত ও জীবনচরিতের সঙ্গে, বা তাঁদের আমলি যিন্দেগির সঙ্গে কিংবা কোনো গায়বি বিষয়ের সঙ্গে, যে বিষয়গুলোর প্রভাব সরাসরি আকিদা ও ইসলামি চেতনার ওপর পড়ে, যে বিষয়গুলোর প্রভাব সরাসরি আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর পড়ে, যে বিষয়গুলোর প্রভাব আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধের ওপর পড়ে, এমন বিষয়ে বা এমন ক্ষেত্রগুলোতে বেছে বেছে মারজুহ কওল, যঈফ বর্ণনা, শায বা গণবিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত নকল করা, সেগুলোর ওপর নির্ভর হওয়া, সেগুলো দিয়ে দলিলবাজি করা এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনই জায়েয হতে পারে না। সহিহ তাফসিরের বিপরীতে গলত তাফসির, শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীতে দুর্বল বর্ণনা ও রাজেহ কওলের বিপরীতে মারজুহ কওল সর্বযুগেই অকাট্যভাবে প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য। বোঝার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি—

পরিত্যাজ্য ও অনির্ভরযোগ্য তাফসিরের ছয়টি উদাহরণ

যায়নাব রাদি. প্রথম জীবনে ছিলেন হযরত যায়দ রাদি. এর স্ত্রী। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশ না হওয়ার কারণে হযরত যায়দ রাদি. তাঁকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বোঝান। তাঁকে উৎসাহ দেন যে, তিনি যেন যথাসম্ভব বিয়ে টিকিয়ে রাখেন।

আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। যার ফলশ্রুতিতে যায়দ রাদি. যয়নাব রাদি.কে তালাক দেন। যায়দ রাদি. এর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা যয়নাব রাদি.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিয়ে দেন। কুরআন কারিমের ভাষায়—

> আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। [সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৭, পারা : ২২]

কিছু কিছু মুফাসসির বিয়ের ঘটনা সম্পর্কে এমন আজিব আজিব কওল নকল করেছেন। সেই কওলগুলো তাফসিরের কিতাবে আছে। যা শুনলে বিস্ময়ে আপনার চক্ষু চড়কগাছে পরিণত হবে। যেমন, এক কিতাবে আছে, একবার হযরত যায়নাব রাদি. পাতলা মিহি কাপড় পরে শুয়ে ছিলেন। বাতাসের ঝটকায় পর্দা খুলে গেল। তখন তাঁর শরীরের ওপর নবিজি ﷺ এর দৃষ্টি পড়ল। তিনি যয়নাব রাদি. এর অসাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য দেখে তিনি বুকের ভেতর ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন। যার ফলে তাঁর অন্তরে বিয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠল।

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ রাদি.কে ডাকতে গেলেন। তখন যয়নাব রাদি. এর ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি দেখলেন, অপরূপ মনকাড়া ও দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যের অধিকারী এক নারী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু গড়ন, মাংসবহুল শরীর। প্রতিটি অঙ্গ যেন সৌন্দর্যের প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে তীব্র ভালোবাসা জেগে ওঠল। তখন তাঁর অন্তরে এ খায়েশ সৃষ্টি হল যে, যেভাবেই হোক যয়নাবকে বিয়ে করতে হবে। নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ। কথাগুলো আমার বানানো নয়, তাফসিরের কিতাব থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

[তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ১৫৩, খণ্ড : ১৪, সূরা আহযাব]

নিঃসন্দেহে এ ধরনের যেকোনো তাফসির অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তো এ জাতীয় তাফসির কিতাবে উল্লেখ করাকেও অরুচিকর বলেছেন। তিনি শুধু এ ধরনের বাতিল তাফসিরের দিকে ইঙ্গিত করে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে জরির যদিও অতীতের কিছু মনীষীর উদ্ধৃতিতে এ জাতীয় কিছু বর্ণনা নকল করেছেন; কিন্তু সহিহ না হওয়ার কারণে আমরা সেগুলোকে বিলকুল এড়িয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেছেন—

> ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জরির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অতীতের কিছু লোকের উদ্ধৃতিতে এমন এমন বর্ণনা নকল করেছে, যা অশুদ্ধতার কারণে আমাদের উল্লেখ করার রুচি হচ্ছে না। এজন্যে আমরা তা এখানে তুলে আনছি না।’ [ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা : ৬৪২, খণ্ড : ২, সূরা আহযাব]

দ্বিতীয় উদাহরণ

সূরা নাজমের মাঝে একটি আয়াত আছে—

أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخري

সূরা হজের আরেকটি আয়াত হলো—

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته

কিছু মুফাসসির এ দু আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন শয়তান এসে সেই তিলাওয়াতের মাঝে নিজের পক্ষ থেকে একটি শিরকি বাক্য এমনভাবে সংযোজন করে দিল যে, নবিজির তিলাওয়াতের সঙ্গে শয়তান সেই বাক্য মিলিয়ে দিল। বাক্যটি হল—

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى.

যার ব্যাখ্যা হলো, ‘লাত-উয্যা, মানাত— এ সকল বাতিল মা‘বুদের সুপারিশও আল্লাহর কাছে মাকবুল হবে।’ যার ফলে নবিজির মুখে আয়াত ও শয়তানের বাক্য জট পাকিয়ে গেল।

কিছু মুফাসসির এ কথাও নকল করেছেন যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এ বাক্যটি বলাতে সক্ষম হয়েছিল। মক্কার মুশরিকরা নবিজির মুখে এই বাতিল মাবুদদের প্রশংসা শুনে এতোটাই উল্লসিত হয়ে পড়ে যে, তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।’

কিছু মুফাসসির এ কথাও নকল করেছেন যে, ‘হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম তখন নেমে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ বাক্যটি শুনে বলেন, আমি তো আপনাকে এমন কোনো বাক্য বলিনি! সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক হয়ে যান। নাউযুবিল্লাহ, নাসতাগফিরুল্লাহ।

বলুন, এ ধরনের বানোয়াট, অগ্রহণযোগ্য ও যঈফ রেওয়ায়েত শুনলে তাফসিরের প্রতি কী পরিমাণ সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে? এগুলোর কারণে কি তাফসিরের প্রতি আস্থাহীনতার দরোজা খুলবে না? এ কারণে যদিও কিছু মুফাসসির ও মুহাদ্দিস তাঁদের নিজ নিজ রচনাবলির মাঝে এ ঘটনাগুলো নকল করেছেন। যেমন, হাফিয যাহাভি

লিখেছেন—

> قال الحافظ في الفتح وعلى تأويل بن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير وقد أخرجه بن أبي حاتم والطبري وبن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة والنجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخري ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه الاية . (فتح الباري ، تحفة الأحوذى ، ص : ١٣٦، ج : ٣)

মুহাককিক আলেমগণ স্পষ্টভাবে এ বর্ণনাগুলো খণ্ডন করেছেন যে, عقلا ونقلا অর্থাৎ যুক্তি ও কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্য— উভয় বিচারেই এ ঘটনা ও তাফসির বিলকুল বাতিল। কেননা বাতিল মাবুদদের প্রশংসা করা কুফরি কাজ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর শয়তান প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে এবং তার মুখ থেকে এ ধরনের বাক্য বের করতে পারবে, এমনটি কখনই সঠিক নয়। এটি নবিদের নিষ্পাপ বৈশিষ্ট্যের শতভাগ পরিপন্থী। এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও আল্লামা কুরতুবি রহ. এ কথা পরিষ্কার লিখেছেন যে, এ ঘটনা সহিহ সনদে বর্ণিত নেই। যেমন, ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

> وقد ذكر كثير من المفسيرين ههنا قصة الغرانيق ..... ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح . (ابن كثير ، ص : ٣٠٥، ج : ٣، سورة حج ، قرطبى ، ص : ٧٢ ، ج : ١٢ ، سورة حج)

ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন—

> وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض رحمه الله وكان سبب سجودهم فيما قال بن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت قال القاضي وأما ما يرويه الاخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح إله غير الله تعالى كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك انتهى كلام النووى .
>
> قال الكرماني وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صحة له عقلا ولا نقلا انتهى كلام الكرماني . (شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذى ، ص : ١٣٥، ج : ٣، باب ما جاء في المسجد في النجم)

এ কারণেই মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. লিখেছেন—

> ‘হাদিসের কিতাবে এ স্থানে একটি ঘটনা নকল করা হয়ে থাকে, যা غرانيق (গরানিক) নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাটি জমহুর মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরামের তাহকিক অনুসারে প্রমাণিত নয়। কিছু কিছু হযরত এটিকে ইসলামবিদ্বেষী যিন্দিকদের আবিষ্কার অভিহিত করেছেন’। [মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ২৬৫, খণ্ড : ৬, সূরা হাশর]

তৃতীয় উদাহরণ

হারুত-মারুত সম্পর্কে বেশ ক’জন মুফাসসির হযরত আলি রাদি. ইবনে মাসঊদ রাদি. ইবনে উমর রাদি. ও কা‘ব আহবার রহ. প্রমুখের উদ্ধৃতিতে নকল করেছেন যে, হযরত ইদরিস আলাইহিস সালামের যুগে যখন বনু আদমের চরম দ্বীনি ও চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে তখন বিষয়টি নিয়ে ফেরেশতারা কটাক্ষ শুরু করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তখন ফেরেশতাদের বলেন, ‘যদি তাদের স্থানে তোমরা থাকতে এবং তাদের মাঝে যে পরিমাণ নফস ও শাহওয়াত (প্রবৃত্তি ও কামনা) রয়েছে তা যদি তোমাদের মাঝেও থাকতো তাহলে তোমরাও এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে দিতে।’ ফেরেশতারা উত্তরে বলে, সুবহানাল্লাহ...।

ঘটনা সংক্ষিপ্ত করছি। কিছু মুফাসসির লিখেছেন, তখন পরীক্ষামূলক হারুত-মারুত নামের দু ফেরেশতার ব্যক্তিসত্তার মাঝে কামনা ও নফস ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। এখানে এসে যাহরা নামের এক রমণীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত ঘটে। ওই দুই ফেরেশতা তাকে দেখে এতোটাই মুগ্ধ ও পাগলপরা হয়ে যায় যে, নিজেদের খায়েশ মেটানোর জন্যে তারা ওই রমণীর খাতিরে মদপান শুরু করে দেয়। রমণীর মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করে। এমনকি রমণীর কথামত এক লোককে হত্যা করে। তখন ওই নষ্ট রমণী এই দুই ফেরেশতার কাছ থেকে

সেই বাক্যগুলোও শিখে ফেলে, যা পাঠ করে ফেরেশতারা আসমানে আরোহণ করতো। ওই বাক্যগুলো শিখে ওই রমণী আসমানে উঠতে সমর্থ হয়। আল্লাহ তাআলা তখন ওই রমণীর অবয়ব বিকৃত করে তাকে 'যাহরা' তারকার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন।

মোটকথা, এ ধরনের অদ্ভূত বিকৃত কথাও তাফসিরগ্রন্থে পাওয়া যায়। দেখুন, তাফসিরে কুরতুবির মাঝে এসেছে—

> وقد روى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار أنه لما كثر المفساد من أولاد آدم.... إلى أن قال وراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يدخل في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرم الله ، فأجاباها وشرب الخمر وألما بها . (تفسير قرطبي ص : ٣٦، ج : ٢، سورۂ بقره)

কিন্তু আল্লামা কুরতুবি রহ. এই পুরো তাফসির নকল করার পর লিখেছেন, এ ঘটনা আদ্যোপান্ত যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য। ইবনে উমর রাদি. প্রমুখ থেকে বর্ণনার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ফেরেশতাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ মূলনীতি হিসেবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর আমানতদার বান্দা। তারা নিষ্পাপ। তাদের পক্ষে কখনই আল্লাহর নাফরমানি করা সম্ভব নয়। এই বর্ণনা যেহেতু শরিয়তের এই মূলনীতির পরিপন্থী, কাজেই এ বর্ণনা ও এ ঘটনা পরিত্যাজ্য। আল্লামা কুরতুবি রহ. আকলি ও নকলি (যুক্তি ও উদ্ধৃতি)-মূলক প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত করেছেন যে, ঘটনাটি মিথ্যা। সেমতে তিনি লিখেছেন—

> هذا كل ضعيف وبعيد عن إبن عمر وغيره لا يصح منه شئ، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه ، وسفراءه إلى رسله ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، بل عباد مكرمون الخ. (تفسير قرطبى ص : ٣٦، ج : ٢، سورۂ بقره)

তদ্রূপ আল্লামা ইবনে কাসির রহ.-ও এ ঘটনা নকল করার পর লিখেছেন, ঘটনাটি শতভাগ বনি ইসরাঈলের বিভিন্ন খবরাখবর থেকে সংগৃহীত। কেননা এর স্বপক্ষে একটিও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সহিহ মারফু রেওয়ায়েত নেই। কাজেই এ জাতীয় ঘটনাগুলো অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত বিবেচিত হবে। আমরা আল্লামা ইবনে কাসির রহ.-এর লেখা তুলে ধরছি—

> " وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين، من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق. (تفسير ابن كثير، ص : ١٤١ ، ج : ١، سورۂ بقره)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও কুরতুবি রহ. এর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বয়ান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, কুরআন কারিমের যেকোনো আয়াতের তাফসির, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনা, বিবরণ ও অজ্ঞাত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে শুধু ওই সকল উদ্ধৃতি, বর্ণনা ও ঘটনাই নির্ভরযোগ্যতা পাবে, যা প্রথমত কোনো সহিহ ও পরম্পরাযুক্ত সনদে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয়ত তা শরীয়তের কোনো মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারবে না। উদাহরণ দিয়ে বলছি, ফেরেশতা ও নবিদের সম্পর্কে শরিয়ত যেই মৌলিক কথাগুলো বয়ান করেছে, এর মধ্য হতে একটি হচ্ছে তাঁরা নিষ্পাপ। কাজেই তাঁদের নিষ্পাপত্বকে ক্ষুণ্ন করে, এমন কোনো বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মোটকথা, কোনো তাফসির বা ঘটনা সম্পর্কে তাফসিরের কিতাবাদির মাঝে স্রেফ উদ্ধৃতি ও নকল মিলে যাওয়াটা কখনই যথেষ্ট হতে পারে না। বিশেষত, যখন সেই তাফসির বা ঘটনা অতীত যুগের কোনো নবি বা কোনো কওমের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে এবং তা মেনে নিতে গেলে তাঁদের ওপর আপত্তি ওঠা আবশ্যক হয়ে পড়বে। বরং অব্যশই এর স্বপক্ষে কোনো সহিহ মারফু' রেওয়ায়েত দিয়ে প্রমাণ দিতে হবে।

আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা সালমান সাহেবের নামে যেই জবাবি লেখাগুলো আমাদের হাতে এসেছে, সেখানে মাওলানা সাদ সাহেবের গলত কথাগুলোর সমর্থনে তাফসিরের কিতাবাদি থেকে এমন বর্ণনাগুলোই সংকলন করা হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক অতীতের কওমের সঙ্গে। অথচ সেই বর্ণনাগুলোর কোনোটাই সহিহ মারফু' রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো মেনে নিলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওপর আপত্তির দুয়ার খুলে যেতে বাধ্য। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও আল্লামা কুরতুবি রহ. এমন তাফসির ও এমন উদ্ধৃতিগুলো নকল

করার কঠোর নিন্দা করেছেন। তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আফসোসের বিষয় হলো, এই জবাবি বইয়ে সেই মারদুদ ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাগুলোকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেই বর্ণনাগুলো নিজেই নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ ও উলামায়ে দেওবন্দের সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। কীভাবে পরিপন্থী, তা আমরা পূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

চতুর্থ উদাহরণ

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা এসেছে সূরা সোয়াদের এ আয়াতে- هل أتاك نبأ الخصم। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আনাস রাদি. এর উদ্ধৃতিতে মারফু' হাদিস নাম দিয়ে এ বর্ণনা এসেছে যে, একবার এক নারীর ওপর হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়ে। ওই নারী কোনো নদীর তীরবর্তী বাগানে বা কোনো ছাদের ওপর নগ্ন হয়ে গোসল করছিল। দৃষ্টি পড়তেই দাউদ আলাইহিস সালামের মনে ভালোবাসার অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠল। গোসল শেষে ওই নারী যখন তার মাথার চুল ঝারছিল, এ দৃশ্য দেখে ভালোবাসা প্রচণ্ড তীব্রতা ধারণ করল। ঘটনা সংক্ষিপ্ত করছি। দাউদ আলাইহিস সালাম ওই নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ওই মহিলা জনৈক সৈনিকের স্ত্রী। সৈনিকের নাম আওরিয়া বিন হিনান। অপরের স্ত্রীকে কীভাবে বিয়ে করবেন! তখন কৌশল বের করে তিনি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অধীনে স্বামীকে একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে মেরে ফেললেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দাউদ আলাইহিস সালাম ওই মহিলাকে বিয়ে করলেন। ঘটনার বিবরণ তাফসিরে কুরতুবির মাঝে এভাবে এসেছে—

> أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بني إسرائيل بعثا.... فنظر امرأة في بستان على شط بركة تغتسل ؛ قاله الكلبي. وقال السدي : تغتسل عريانة على سطح لها ؛ فرأى أجمل النساء خلقا ، فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها ، فزاده إعجابا بها. وكان زوجها أوريا بن حنان الخ. (تفسير قرطبي، ص : ١١٠، ج : ١٥)

[তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ১১০, খণ্ড : ১৫]

কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসির রহ. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছু কিছু মুফাসসির যে ঘটনাটি লিখেছেন, তা ইসরাঈলি রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। কাজেই বিলকুল অগ্রহণযোগ্য। এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পোক্ত সনদে এমন কোনো হাদিস বর্ণিত নেই, যার ওপর আস্থা রাখা যাবে। কিছু কিছু মুহাদ্দিস এ রেওয়ায়েতের সনদ সম্পর্কে বলেছেন যে, সহিহ নয়। তারা এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন—

> قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سند الخ. (ابن كثير ، سورة ص ، ص : ٣١، ج : ٣)

[তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা সোয়াদ, পৃষ্ঠা : ৩১, খণ্ড : ৩]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর এই তাহকিক ও স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে আমরা সুনিশ্চিত জানতে পারছি যে, বিগত জাতি-গোষ্ঠীদের ব্যাপারে এমন তাফসিরই গ্রহণযোগ্য, যা সহিহ হাদিস থেকে সংগৃহীত। একমাত্র এমন তাফসিরই গ্রহণযোগ্য হবে। নয়তো গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই তাফসিরের কিতাবে কোনো কথা পেলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে এবং বলে বেড়ানো যাবে, এমনটি আদৌ নয়। গ্রহণযোগ্য ও বয়ানযোগ্য তখনই হবে, যখন সেটি কোনো সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত হবে। কেননা এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা ইসরাঈলি রেওয়ায়েত ও আহলে কিতাবদের বই-পত্র থেকে সংগৃহীত। কোনো সহিহ রেওয়ায়েত থেকে সমর্থন পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেগুলোর ওপর আস্থা রাখা ঠিক হবে না। বিশেষত, যখন সেই বর্ণনা মেলে নিতে গেলে কোনো নবির ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর আঁচ পড়ার আশঙ্কা থাকে।

আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে মাওলানা সালমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে রচিত যেই জবাবি বই আমাদের হাতে এসেছে, তার মাঝে তাফসিরের কিছু কিতাব থেকে সত্য-মিথ্যা-অর্ধসত্য, অর্ধমিথ্যা—অর্থাৎ সবধরনের উদ্ধৃতি তুলে আনা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর বলে দেওয়া মূলনীতির আলোকে যদি আমরা সেই উদ্ধৃতিগুলো নিরীক্ষণ করি তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে। উপরন্তু তা আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও স্বচ্ছ অবস্থানেরও পরিপন্থী হচ্ছে।

পঞ্চম উদাহরণ

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘটনায় সূরা সোয়াদের আয়াত ولقد فتنا سليمان এর তাফসিরের অধীনে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম একটি আংটির জোরে সারা পৃথিবী শাসন করতেন। একদিন তিনি বাথরুমে যাওয়ার আগে আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিজের স্ত্রীর হাতে রেখে বাথরুমে যান। তখন ‘আসিফ’ নামের এক শয়তান সুলায়মান আলাইহিস সালামের আকৃতি ধারণ করে ওই স্ত্রীর কাছে আসে এবং আংটি ফেরত চায়। তিনি আগন্তুককে সুলায়মান আলাইহিস সালাম মনে করে তাকে আংটি ফেরত দেন। অথচ আদতে সে ছিল শয়তান। যার ফলে পরিস্থিতি বদলে যায়। সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাত থেকে শাসন-কর্তৃত্ব চলে যায়। তাঁর স্থানে শয়তান গদিতে চড়ে বসে। তিনি তখন এতোটাই দুর্বিসহ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েন যে, তাঁকে তাঁর স্ত্রীরাও কাছে আসতে নিষেধ করে। তখন সুলায়মান আলাইহিস সালাম এতোটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে, মাসিক চলাকালেও তিনি স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করতেন।... শয়তান ওই আংটি সাগরে ফেলে দেয়। চল্লিশ দিন পর সুলায়মান আলাইহিস সালাম আংটি ফেরত পান। এই চল্লিশ দিন হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘরে মূর্তিপুজা হতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা সুলায়মান আলাইহিস সালামের ওপর দয়াপ্রবণ হন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম একটি মাছ কেনেন। সেই মাছের পেট কাটতেই ভেতর থেকে আংটি বেরিয়ে আসে। এভাবে তিনি তাঁর হারানো সম্রাজ্য ফিরে পান। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুফাসসিরিনে কেরাম তাঁদের তাফসিরগ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর উদ্ধৃতিতে এ ঘটনা নকল করেছেন। সেমতে তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে—

> قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه -وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه-فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين .
> (تفسير ابن كثير ، سورۀ ص ، ص : ٣٥، ج : ٤)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সবার কথা নকল করার পর সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন, ‘আমি মনে করি, এই ঘটনার পুরোটাই ইসরাঈলি রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। শতভাগ বানোয়াট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে এ বর্ণনার সনদ যদি সহিহ ও শক্তিশালীও মেনে নিই, তারপরও বলব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. নিজেই আহলে কিতাবদের কাছ থেকে ইসরাঈলি রিওয়ায়াত সংগ্রহ করেছেন। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা এ রিওয়ায়াত মানতে গেলে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর কালিমা পড়ে। আপত্তি ওঠে। সেমতে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

> وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب.... إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس -إن صح عنه-من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه..... وأرى هذه كلها من الإسرائيليات . (تفسير ابن كثير ، سورۀ ص ، ص : ٣٦، ج : ٤)

[তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা সোয়াদ, পৃষ্ঠা : ৩৬, খণ্ড : 8]

এই ঘটনা যেহেতু মুফাসসিরগণ ইসরাঈলি রেওয়ায়াত থেকে সংগ্রহ করেছেন, এজন্যে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট বাক্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উপরের বিবরণ থেকে বুঝে আসে, কুরআন কারিমের কোনো আয়াতের তাফসির বা কোনো ঘটনা শুদ্ধ হওয়ার জন্যে স্রেফ তাফসিরের কিতাবের হাওয়ালা খুঁজে পাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তার প্রমাণ হিসেবে অবশ্যই কোনো সঠিক, সুস্পষ্ট, মারফু‘ ও শক্ত সনদ সমৃদ্ধ হাদিস থাকা খুবই জরুরি। বিশেষত, ঘটনাটি যখন এমন হবে যে, তার সঙ্গে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এবং তা মেনে নিতে গেলে তাঁদের ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর কোনো আপত্তি ওঠবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসরাঈলি রেওয়ায়াতের ওপর ভরসা করা, সেগুলো বয়ান করা ও নকল করা কখনই সঠিক নয়। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

ষষ্ঠ উদাহরণ

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কিছু কিছু মুফাসসির এ ঘটনা নকল করেছে যে, তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন اذكرني عند ربك বলার মাধ্যমে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

এ অপরাধে তাঁকে আরো সাত বছর জেলে থাকতে হয়েছিল। যেমনটি কিছু কিছু মুফাসসির নকল করেছে। কিন্তু এ রেওয়ায়েতও মুরসাল ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. কঠোর ভাষায় এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর তাফসিরের মাঝে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনার অধীনে সে কথা স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, কিছু কিছু আলেম যদিও মুরসাল হাদিস গ্রহণ করে থাকেন; কিন্তু আলোচিত প্রসঙ্গে মুরসাল হাদিস এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে, যেখানে মুরসাল হাদিসও সবার মতে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন—

> وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد - هو الخوزي -أضعف منه أيضا.
>
> وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم. (ابن كثير ، ص : ٦٢٤، ج : ٢، سورة يوسف)

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আল্লাহর এই মহান নবি সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তার সমর্থকগণ ও তার পক্ষে জবাব লেখার দায়িত্বপালনরত ব্যক্তিগণ মুফাসসিরিনে কেরামের সেই যঈফ ও মারজুহ রিওয়ায়াতগুলো কুড়িয়ে এনে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছে। অথচ সেই রিওয়ায়াতগুলো নিঃসন্দেহে মারদুদ-প্রত্যাখ্যাত ও অনির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়ত যদি এই বর্ণনাগুলোকে মেনে নেওয়া হয় তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে মারাত্মক বেয়াদবি করার দুয়ার খুলে যাবে। অথচ আমাদের আকাবির মনীষা ও উলামায়ে কেরাম নিজেদেরকে সবসময় এই ধৃষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোত চেষ্টা করেছেন। প্রচণ্ড আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের কথার পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে সেই ঐতিহ্য ও নৈতিকতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমরা আমাদের ধারাবাহিক সিরিজের মাঝে বিষয়টি আরো সবিস্তারে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মুসলিম রহ. এর ফরমান

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর মুসলিম শরিফের ভূমিকায় ওই সকল লোকের তীব্র সমালোচনা করেছেন, যারা যঈফ বর্ণনা, মারজুহ কওল, শায ও মুনকার হাদিস এবং অপ্রচলিত কথা নকল করে বেড়ায়। সেগুলো দিয়ে দলিলবাজির চেষ্টা করে। তিনি এ কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, এ ধরনের কাজ করে বেড়ানোর কী প্রয়োজন! যখন এগুলোর বিপরীতে সঠিক উদ্দেশ্য ও ফযিলত বলার জন্যে অজস্র সহিহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এ কথাও বলেছেন, যেসব লোক এ ধরনের আজিব আজিব কথা বলার চেষ্টা করে, হতে পারে, তাদের আসল লক্ষ্য সুখ্যাতি ও পদমর্যাদার লোভ। মানুষ তাদের আজিব আজিব কথা শুনে ইশ.. ইশ... করবে। ইমাম মুসলিম রহ. লিখেছেন—

> فلو الذى رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من ترك الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الأقتصار على الاخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات الخ. (مقدمه مسلم ، ص : ٥، وما بعد)

[সহিহ মুসলিমের ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো]

আমাদের অনেক মুফাসসির তাঁদের নিজ নিজ তাফসিরগ্রন্থে যঈফ ও শায (দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন) বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন। এ পদক্ষেপের পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সবগুলো বর্ণনা একত্রে মানুষের সামনে পেশ করা হলে তারা এগুলোর ওপর যাঁচাই-বাছাই ও তাহকিক করতে পারবে। এ কারণেই তারা বর্ণনাগুলো বলেছেন قيل وقيل—‘কথিত আছে, শোনা যায়’ শব্দে। যদি কোনো আকাবির মুফাসসিরের কিতাবের মাঝে এ ধরনের যঈফ বর্ণনার নকল পাওয়া যায় তাহলে তাদের সম্পর্কে এ কথাই বলা হবে যে, তাঁদের পক্ষে পূর্ণ তাহকিক করা সম্ভব হয়নি। যেই করুক, কখনই শায, মারজুহ ও যঈফ (বিচ্ছিন্ন, অযোগ্য ও দুর্বল) বর্ণনা নকল করা এবং সেগুলো বয়ান করে সেখান থেকে ফলাফল উদ্ভাবন করা কখনই সঠিক হতে পারে না।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব এ কাজটিই খুব বেশি করে থাকেন। কখনো তিনি وابتغوا من فضل الله এর অপ্রসিদ্ধ ও শায (জমহুরের বিপরীত) তাফসির করে ফলাফল বের করেন, কখনো كلبهم باسط এর মাঝে كلب এর অর্থ বাঘ বলেন, কখনো أمرهم شورى بينهم, এর গলত তাফসির করে নামাযের পর মাশওয়ারা করা এবং এ আমল জরুরি

হওয়ার পক্ষে দলিল দেন, কখনো اذكرني عند ربك এর অগ্রহণযোগ্য তাফসির করে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের অন্যায় সমালোচনা করেন, কখনো সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আয়াতের তাফসির করে তাঁর দিকে দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ছুড়ে বসেন, কখনো হযরত উমর রাদি. এর একটি বিকৃত বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে উম্মতের ব্যাভিচারীদেরকে সবেতনে কুরআন শিক্ষাদানকারীদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বসেন এবং ব্যভিচারীদেরকে তাঁদের আগে জান্নাতে যাওয়ার সনদ ধরিয়ে দেন।

কখনো দেখা যায়, তিনি সঠিক ঘটনাই বলছেন; কিন্তু সেটিকে ভুল বক্তব্যের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেমন, নিরানব্বইটি খুনকারীর ঘটনা হাদিসে এসেছে। কিন্তু তিনি সেই ঘটনা থেকে তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় খারিজ হওয়াকে আবশ্যক শর্ত উদ্ভাবন করছেন এবং বাছ-বিচার ছাড়াই অতীতের সকল পূর্বসূরির ওপর অপবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁরা তাওবা কবুল হওয়ার এই চতুর্থ শর্ত ভুলে গেছেন। কখনো তিনি পেশাবদানি জাতীয় উদাহরণগুলোকে কিয়াসের মঞ্চ বানিয়ে এখান থেকে মাল্টিমিডিয়া মোবাইলে কুরআন কারিম শোনা নাজায়েয ও হারাম হওয়ার বিধান চাপিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি এ ধরনের মোবাইল পাশে রাখলে নামায না হওয়ার বিধানও দিয়ে বসছেন। এখানে গুটিকয়েক উদাহরণ পেশ করলাম, এমন পঞ্চাশোর্ধ্ব উদাহরণ দেওয়া যাবে। যা তার ভুল দলিলবাজির জ্বলন্ত নজির।

আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, ইমাম গাযালি রহ. এর মত মুহাক্কিকও যদি এ ধরনের কথা বয়ান করেন তখন অবশ্যই পরবর্তীকালের মুহাক্কিকগণ জোরালোভাবে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনা, অপ্রসিদ্ধ কওল ও বাস্তবতা বিবর্জিত রিওয়ায়েত থেকে ধোঁকা খাওয়ার সুযোগ নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইমাম গাযালি রহ. কিয়ামতের কিছু চিত্র সম্পর্কে এমন কিছু হাদিস নকল করেছেন, যার ওপর হাফেয ইবনে হজর রহ. এর সূত্রে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. জোরালো প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেছেন। হাফেয ইবনে হজর রহ. পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম গাযালি রহ. এর কিতাব كشف علوم الآخرة (কাশফু উলুমিল আখিরাহ) গ্রন্থে এমন অজস্র সনদবিহীন কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। কেউ যেন সে কথাগুলো পড়ে ধোঁকা না খায়। হাফেয সাহেব ঠিক এ মন্তব্য লিখেছেন,

> ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين اتيان أهل الموقف ادم واتيانهم نوحا الف سنة وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا صلى الله عليه و سلم ولم اقف لذلك على أصل ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها. قوله الحافظ. (فتح الملهم شرح مسلم، كتاب الإيمان ، ص : ٣٥٩ ، ج : ٢)

[ফাতহুল মুলহিম শরহু মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৩৫৯, খণ্ড : ২]

অতীতের ধারাবাহিকতায় দ্বীনের হিফাযতের স্বার্থে আজ উলামায়ে কেরামের ওপরও দায়িত্ব বর্তেছে যে, তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেবের ভুল কথাগুলো ধরে দেবেন। তাঁর ভুলগুলো ধরিয়ে ঠিক করে দেওয়াই তাঁদের ওপর এ সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেন উম্মতের মাঝে এই ভুল কথাগুলো ছড়িয়ে না পড়ে। যেমনটি মাওলানা সাদ সাহেব নিজেও বলেছেন—

> ‘কোনো কথা শুধরানোর উপযোগী মনে হলে তা শুধরে নেওয়া হোক, যেন এমন কথা উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে’।

দুঃখের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত এ বইয়ে তাফসিরগ্রন্থগুলো চষে চষে এমন কিছু কওল, রেওয়ায়েত ও উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে, যেগুলোর কিছু রেওয়ায়েত যঈফ, কিছু রেওয়ায়েত শায (নির্ভরযোগ্য জমহুরদের পরিপন্থী)। এ কারণেই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এ জবাবগুলোর শুদ্ধতা পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং ভুলগুলোর প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

৩.

বিচ্ছিন্ন বর্ণনার ধর্তব্য নেই

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন এবং যেই ইজতিহাদগুলো করেছেন, সেগুলো যদি পৃথিবীর অন্যসব মুহাক্কিক আলেমের তাহকিক অনুসারে শায-যঈফ বা মুনকার-গলত কিয়াস বা ভুল যুক্তির ফসল হয়; কিন্তু মাওলানার ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুরাগীদের দৃষ্টিতে যদি সঠিক হয় তাহলে শরিয়তের মূলনীতি অনুসারে, এমতবস্থায় তার এ জাতীয় বয়ান ও ইজতিহাদ বড় জোর তাফাররুদাত (জনবিচ্ছিন্ন একক ভাবনা) বিবেচিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, অতীতের অনেক মনীষীর কাছ থেকে কিছু কিছু তাফাররুদাত পাওয়া গেছে, কিন্তু ইসলামের উলামায়ে কেরাম, আকাবির ও পূর্বসূরিদের চিরন্তন ঐতিহ্য হলো, তাঁরা সেই তাফাররুদাতকেও বর্জন করেছেন। যেখানে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবগা রহ. এর মত মুহাককিক তাঁর উসতায ও শায়খ, বিশ্ববিখ্যাত মুহাক্কিক, হিদায়াহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এর মতো ইমাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের শায়খের তাফাররুদাত (নিজস্ব সহিহ কথা)-এরও কোনো ধর্তব্য নেই।' তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালের ফুকাহায়ে কেরাম সানন্দে স্বীকার করেছেন এবং এর ওপর আমল করে আসছেন। সেমতে আল্লামা শামী রহ. লিখেছেন—

قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال ابن الهمام ، لا يعمل بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهب . (رسم المفتى ، ص: ٦٨)

যেখানে মুহাককিক ফকিহদের তাফাররুদাত (নিজস্ব সহিহ কথা) জমহুর মুহাককিকদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত, সেখানে তাদের তুলনায় আজকালকের নতুন নতুন মুজতাহিদ ও মাওলানাদের তাফাররুদাতের দু' পয়সা দামও কি থাকতে পারে! জমহুর মুহাক্কিকদের বিপরীতে এদের তাহকিক কতটা ধর্তব্য হবে, সেই সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই নিন।

৪.

আকাবির উলামার তারজিহকৃত বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে

যদি কোনো ইলমি তাহকিক অথবা কোনো আকলি ও নকলি মাসআলায় মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন ও মুহাক্কিক আলেমদের অভিমত ও উদ্ধৃতির মাঝে ভিন্নতা দেখা দেয় তখন উপরে আলোচিত সুস্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে আমাদের দায়িত্ব হলো এ বিষয় দেখা যে, আমাদের দেওবন্দি আলেমগণ, বিশেষত যাঁরা আয়াতের তাফসির ও ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জমহুর ও পূর্বসূরিদের শুধু রাজেহ (প্রাধান্যশীল) মাসলাক ও রাজেহ তাফসির নকল করা আবশ্যক মনে করতেন, আমাদের করণীয় হলো, সেই রাজেহ মাসলাক ও রাজেহ তাফসির গ্রহণ করা এবং সেই তাহকিক অনুসরণ করা। এর বিপরীতে মারজুহ (অযোগ্যতর) তাফসির ও মারজুহ মাসলাক পেলে সেটা এড়িয়ে যাওয়া ও সেগুলো লিখে বা বলে নকল করার বদঅভ্যাস শতভাগ পরিহার করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

সেই ধারাবাহিকতায় মাওলানা সাদ সাহেবের যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক চলছে, সেখানেও আমাদের দায়িত্ব ছিলো, আমরা আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরামের চয়িত রাজেহ তাফসির ও রাজেহ মাসলাক-ই গ্রহণ করব। বিশেষত, আমাদের ওই সকল আকাবির —যাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঙ্গে মহান সালাফের শাশ্বত মতাদর্শ ও জমহুরের মাসলাক গ্রহণ করতেন— তাঁদের তাহকিক ও তাঁদের উদ্ধৃতি সর্বাবস্থায় অন্যদের ওপর প্রাধান্য পাবে। এমনকি মানদণ্ড হিসেবে তাঁদের তাহকিকও চোখের সামনে রাখা আবশ্যক। উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'বয়ানুল কুরআন' এর মাঝে যে বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করে তিনি নিজেই লিখেছেন—

> 'সব জায়গায় তাফসিরের ক্ষেত্রে সালাফ বা পূর্বসূরিদের অনুসরণ করা হয়েছে। সালাফের বিপরীতে পরবর্তীদের কোনো কওল গ্রহণ করা হয়নি।'
>
> 'যেখানে মুফাসসিরদের একাধিক কওল রয়েছে, সেখানে যে কওলটি হাদিস ও আরবি ভাষার অভিরুচির ভিত্তিতে রাজেহ মনে হয়েছে, স্রেফ সেটিই নকল করা হয়েছে। সব কওল নকল করা হয়নি।'
>
> 'যে আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরিনে কেরামের অসংখ্য কওল রয়েছে, সেখানে যে রেওয়ায়াত মূলনীতির ভিত্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে, সেটাই গ্রহণ করা হয়েছে। বাকিগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।' –আশরাফ আলি [বয়ানুল কুরআনের ভূমিকা]

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। কুরআন কারিমে যেসব নবি-রাসূলের আলোচনা এসেছে, বা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে যে ঘটনাবলি এসেছে, সেগুলোর তাহকিক ও সেসম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দেওবন্দি ঘরানার মুহাককিক আলেমদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হলো, হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিওরহারভি রহ. এর অসামান্য রচনা 'কাসাসুল কুরআন'। এ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক সিওহারভি রহ. নিজেই লিখেছেন,

> 'এ কিতাবের মাঝে সবগুলো ঘটনার ভিত্তি ও উৎস হচ্ছে কুরআন কারিম। সহিহ হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।'
>
> 'বাস্তবতার আলোকে ইসরাঈলি বর্ণনাগুলোর বিকৃতি ও প্রতিপক্ষদের যাবতীয় আপত্তির বিভ্রান্তি স্পষ্ট করা হয়েছে।'
>
> 'তাফসির, হাদিস ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়-আশয় এবং এগুলো সম্পর্কিত আলোচনা ও বিতর্কের ওপর আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ শেষে মহান পূর্বসূরিদের শাশ্বত মতাদর্শ অনুসারে সেগুলোর তাহকিক ও সেগুলোর সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে।' [কাসাসুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৯, খণ্ড : ৩]
>
> 'বিশেষ বিশেষ স্থানে তাফসির, হাদিস ও ইতিহাস সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের ওপর আলোচনা ও নিরীক্ষণ করে মহান পূর্বসূরিদের মতানুসারে সেগুলোর সমাধান পেশ করা হয়েছে। [কাসাসুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৯, খণ্ড :

১]

এ কারণেই তাফসির সংক্রান্ত হাদিস ও ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করার সময় বা বিপরীতধর্মী দুটি বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করার সময় ওই সকল আকাবির উলামায়ে কেরামের তাহকিক ও তারজিহ প্রণিধান পাবে, যাঁরা জমহুর ও মহান পূর্বসূরিদের শাশ্বত আদর্শ অনুসারে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলো নকল করেছেন। এর বাইরের তাফসির সংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনা ও উদ্ধৃতিহীন ঘটনাবলি থেকে মুখ ও কলম— দুটোকেই শতভাগ বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদেরকে অবশ্যই তাফসিরের কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে স্তর ও মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, পূর্ববর্তীদের তাফসিরি গ্রন্থগুলোর মাঝে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর তাফসিরে ইবনে কাসিরের যেই মর্যাদা ও অবস্থান, তা অন্য কোনো তাফসিরগ্রন্থ কখনই পেতে পারে না। এ কথার ওপর সকল মুহাককিক আলেম একমত। কাজেই অমিল দেখা গেলে আল্লামা সুয়ূতি রহ. এর দুররে মানসুর বা অন্য গ্রন্থগুলোর ওপর তাফসিরে ইবনে কাসির ও তাফসিরে কুরতুবির তাহকিক ও আলোচনা প্রাধান্য পাবে। বিশেষত, কোনো আয়াতের তাফসির বা কোনো ঘটনার তাহকিক করার সময় যদি কোনো দুর্বল বর্ণনা ও মারজুহ তাফসির গ্রহণ করলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য ও অংযত মন্তব্যের দুয়ার খুলে যায়, তখন অবশ্যই মারজুহ রেওয়ায়েতের গ্রাস থেকে আমাদের যবান ও আমাদের কলমকে শতভাগ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মুহাককিক উলামায়ে কেরামের তাফসিরই গ্রহণ করতে হবে।

৫.

যেকোনো মাসআলার তাহকিক করতে হবে ইখলাসদীপ্ত চেতনা নিয়ে

যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক চলছে, সেগুলোর তাহকিক করা দরকার ছিল الدين النصيحة—'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামিতার নাম'-এর মানসিকতা নিয়ে, ইখলাসদীপ্ত চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে। সেখানে স্রেফ উম্মতের কল্যাণকামিতার দিকটাই উদ্দেশ্য হতে হবে। যেমনটি মাওলানা সালমান সাহেব জবাবি বইটির ভূমিকায় লিখেছেন—

> 'বিশেষত সবগুলো উদ্ধৃতি সংকলন করা হোক এ উদ্দেশ্যে যে, কোনো বিষয় যদি বাস্তবেই সংশোধনযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে তা শুধরে নেওয়া হবে। যেন, উম্মতের মাঝে কোনো গলত কথা ছড়িয়ে না পড়ে।

মাওলানা সালমান সাহেবের নির্দেশ অনুসারে এই চেতনাই সবার দৃষ্টির সামনে রাখা দরকার ছিল। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমর্থন, পক্ষপাতিত্ব ও তাঁকে অভিযোগ থেকে উদ্ধার করা কিছুতেই উদ্দেশ্য হতে পারবে না। খোদানাখাস্তা এমন উদ্দেশ্য হয়ে গেলে এ স্বার্থের প্রয়োজনে ইচ্ছামাফিক ব্যাখ্যা, দুর্বল অপব্যাখ্যা এবং যঈফ ও মারজুহ বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণের মত নিন্দনীয় কাজও ঘটবে।

মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত জবাবি বইটিতে যেই বিতর্কিত বিষয়গুলোর ওপর তাহকিক করা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অনেক আলেমের অনুভূতি হলো, সেখানে তাহকিক করার সময় ভারসাম্য, ন্যায্যতা ও সততার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। কীভাবে হয়নি, তার কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধরছি—

১. সর্বপ্রথম যে কারণটি বলব, তা হলো, প্রকাশিত এই জবাবি বইয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আপত্তি থেকে বাঁচাতে এবং তার পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের সকল তাহকিক, বিশেষত যে সকল আকাবির এ জাতীয় বিষয়গুলোর ওপর নিরীক্ষণ করাকেই নিজেদের গবেষণা ও তাহকিকের বিষয়বস্তু বানিয়েছিলেন এবং পূর্ণ তাহকিকের পর শুধু তাহকিককৃত রাজেহ আলোচনাই গুরুত্বের সঙ্গে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, যেমনটি আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় বলেছি, সে সকল আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের রাজেহ তাহকিকগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে, বই ঘেঁটে যঈফ ও মারজুহ কওলগুলোর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, আমরা আমাদের এ সিরিজের পরবর্তী ১০টি বইয়ে বিষয়টি বিশদাকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

২. মাওলানা সাদ সাহেবের অনেকগুলো বয়ানের ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন এবং সেগুলোকে শক্তভাবে পাকড়াও করেছেন। আলোচিত জবাবি বইটিতে আপত্তিকর কথাগুলোর ক্ষেত্রে মাওলানার পুরো কথা নকল না করে, অস্পষ্টভাবে টুকরো কথা নকল করে, বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও মূল বিষয়ের ওপর পর্দা ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ ইলমি সততা ও উম্মতের কল্যাণকামিতার মানসিকতা থেকে সমীচিন ছিল, প্রথমে মাওলানার আপত্তিকর কথাগুলোর পুরোটা নকল করবে, এরপর রাজেহ মাসলাকের আলোকে সেগুলোর ওপর তাহকিক করবে অথবা রুজুর ইলান করবে। বিষয়টি আমরা সামনের পাতাগুলোতে আরো স্পষ্ট করব, ইনশাআল্লাহ।

৬.

স্রেফ উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের নাম বলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের অনেকগুলো কথার ওপর উলামায়ে কেরামের আপত্তি রয়েছে। সেগুলোর মধ্য হতে কিছু কথা এমন যে, মাওলানা সেখানে কিছু ঘটনা নকল করে সেখান থেকে পরিণতি ও ফলাফল বের করেছেন। মাওলানার ভাষায়, তিনি সেই ঘটনাবলি থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের উসূল ও মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন। তার সেই আপত্তিকর জায়গাগুলোর মধ্য হতে কিছু জায়গা এমন, সেখানে খোদ বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্য। সম্পূর্ণরূপে ইসরাঈলি বানোয়াট রেওয়ায়েত থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমনটি সাইয়্যেদুনা মুসা ও সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের ঘটনায় ঘটেছে যে, সেখানে মূল ঘটনাই গলত। সেখান থেকে যেই ফলাফল তিনি বের করেছেন, সেটাও গলত। শুধু গলতই নয়; উপর্যুপরি তা দেওবন্দি মাসলাক ও আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিকেরও পরিপন্থী।

কিছু আপত্তিকর জায়গা এমন যে, সেখানে মাওলানা যে ঘটনা বয়ান করে থাকেন, সেই ঘটনাটি বিলকুল সহিহ। কিন্তু মাওলানা ওই ঘটনাকে যে কথার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, সে কথা বিলকুল গলত ও বাতিল। যেমন, হাদিসে নিরানব্বইটি খুনকারী লোকটির আলোচনা বর্ণিত রয়েছে। এই ঘটনা বিলকুল সহিহ। সহিহ হাদিসে বর্ণিত। কিন্তু সেই ঘটনা থেকে মাওলানা যে ফলাফল বের করেছেন যে, তাওবার জন্যে খুরুজ শর্ত, খুরুজ ছাড়া তাওবা কবুল হয় না। এই শর্ত বয়ান করার কথা মানুষ ভুলে গেছে। এই দলিল গলত, বিলকুল গলত।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইসলামের আযান সূচিত হওয়ার যেই ঘটনা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তখন কেউ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পরামর্শ দিল। কেউ ঘণ্টি বাজানোর পরামর্শ দিল। নবিজি ﷺ তখন সবার পরামর্শ নাকচ করে দেন। এ ঘটনা বিলকুল সহিহ। তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় পূর্ণ তাফসিল রয়েছে। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব এখান থেকে যে ফলাফল বের করেছেন, তা বিলকুল গলত। তিনি ফলাফল বের করেছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে প্রচলিত রেওয়াজি তরিকা ও আধুনিক যন্ত্র-সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না। যদি এর ওপর আমল করা হয় তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের নানা তরিকার ইলহাম আসবে, ইত্যাদি।

কাজেই যখন বাস্তবতা হলো, মাওলানা নিজের কথার পক্ষে যেই দলিলগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর কিছু জায়গা এমন যে, সেখানে ঘটনা যেমন বিলকুল ভুল, সেই ঘটনা থেকে আহরিত ফলাফলও শতভাগ ভুল। আরবিতে যাকে বলে, بناء الفاسد على الفاسد—‘এক ভুলের ওপর আরেক ভুলের ভিত্তি’। উরদূতে বলে, ‘গলত দর গলত’। এর বিপরীতে কিছু জায়গা এমন, যেখানে মূল নকল অবশ্যই সঠিক; কিন্তু সেটাকে দলিল দেওয়া হয়েছে ভুল বক্তব্যের সমর্থনে। অর্থাৎ মাওলানার আপত্তিকর বিষয়গুলো এক ঘরানার নয়। এমন প্রেক্ষাপটে মাওলানার আপত্তিকর কথাগুলোর জন্যে স্রেফ উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের নাম বলে দেওয়াটা কখনই যথেষ্ট ছিল না; বরং দেখার দরকার ছিল যে, এ সকল উদ্ধৃতি ও নির্ভরযোগ্য ঘটনা থেকে মাওলানা সাদ সাহেব যেই ফলাফল আবিষ্কার করেছেন বা উদ্ভাবন করছেন, সেগুলো কতটুকু সঠিক? সেগুলো দেওবন্দি মাসলাকের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে, কি খাচ্ছে না? বাস্তবতা হলো, মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম মাওলানার যেই কথাগুলোর ওপর আঙ্গুল তুলেছেন, সেগুলোর সম্পর্ক শুধু উদ্ধৃতির সঙ্গে নয়; বরং উদ্ধৃতির পাশাপাশি ইজতিহাদের সঙ্গেও নিবীড় সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই দু’ চারটে উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের নাম বলার ফলে আসল আপত্তি কখনই নিঃশেষ হবে না। আমরা সিরিজের প্রকাশিতব্য বইগুলোতে এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত ভাষায় আপনাদের সামনে মেলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

৭.

অনেক সময় সঠিক ঘটনা নকল করাও সমীচিন নয়

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এমন অনেক ঘটনা ও উদ্ধৃতি আছে, যেগুলোর শুদ্ধতা নিয়ে মোটেই কোনো সন্দেহ কারো নেই; কিন্তু সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলো বয়ান করা হলে তারা ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে পারে এবং এক ধরনের গুমরাহিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এ জাতীয় ঘটনা ও বিবরণ তাদের সামনে বয়ান করার অনুমতি নেই। দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أنبياء الله . (رواه ابو داؤد و الطبرانى، جمع الفوائد ، حديث: ٦٨٩٨، ٦٩٢٠)

অন্যান্য নবিদের সঙ্গে তুলনা করে আমাকে উত্তম বলতে যেয়ো না। অথচ বাস্তবেই তিনি নবিদের মাঝে সর্বোত্তম ছিলেন, এটা সবাই স্বীকার করবে। মুহাককিক উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এ কাজ থেকে নিষেধ করার পেছনে কারণ হলো, এ ধরনের তুলনা করতে গেলে অন্য নবিদের সম্মান খাটো করা ও তাঁদেরকে অবমূল্যায়িত করার মত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সঠিক বিষয়ও বলাবলি করতে নিষেধ করেছেন। বিষয়টি হযরত থানভি রহ. তাঁর এক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

قال القارى في شرح المرقاة ، يردع الأمة عن التخيير بين أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ، فإن ذلك يفضى بهم إلى العصبية . (مرقاة شرح مشكوة ، ص : ٥٧١، ج : ٩)

এ কারণে সাধারণ জনগণের সামনে এ ধরনের ঘটনা, উদ্ধৃতি ও সূক্ষ্ম কথা বয়ান করা কখনই আশঙ্কামুক্ত নয়। তাদের কাছে এগুলো বলা হলে, শেষমেশ তারা কোনো না কোনোভাবে ভারসাম্যহীনতা ও অন্যায্যতার শিকার হয়ে পড়তে পারে। ইমাম মুসলিম রহ. মুসলিম শরিফের ভূমিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন,

ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. (الصحيح لمسلم، فتح الملهم، ص: ٣٣٩، ٣٤١)

> ‘কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জাতির কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের মস্তিষ্কে কুলাবে না তাহলে তা তাদের জন্যে ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [সহিহ মুসলিম, ফাতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ৩৩৯, ৩৪১]

সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. বলেছেন,

كلموا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله . (المرتضى : ٢٨٩)

> ‘তোমরা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের মেধার পরিমাপে। তোমরা কি চাও, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মিথ্যাচরণ করুক! [আল-মুরতাযা : ২৮৯]

বুখারি শরিফের বর্ণনায় এসেছে,

وفي البخارى قال عليؓحدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله . (بخارى شريف ، كتاب العلم ، باب: ٤٩، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا بفهموا)

> ‘মানুষের কাছে এমন হাদিস বোলো, যা বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তোমরা কি চাও, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করুক! [বুখারি শরিফ, কিতাবুল ইলম, অধ্যায় : ৪৯]

মাওলানা সাদ সাহেবের অনেক কথাই এমন যে, সেগুলোর উদ্ধৃতি ও উৎস সঠিক, না ভুল— সেই বিষয়টি যদি আমরা এড়িয়েও যাই, তারপরও দেখার বিষয় হলো, সেই কথাগুলো সাধারণ মানুষের সামনে বলার মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রদি. এর শানে ঔদ্ধত্য ও অমর্যাদার দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন একজন অতিসাধারণ মানুষও মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বয়ান করছে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম গায়রুল্লাহর কাছে হাত পেতেছিলেন। যার ফলে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে এবং আরো সাত বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ।)

তারা এ কথাও বয়ান করে বেড়াচ্ছে যে, ‘মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের মেহনত চল্লিশ দিন ছেড়ে দিয়ে

আল্লাহর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্যে নির্জন স্থানে চলে গিয়েছিলেন। যার কারণে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন,

وما أعجلك عن قومك يا موسى

আলোচনার খাতিরে ধরে নিলাম, এই ঘটনাদুটি সত্য; কিন্তু এমন সত্য ঘটনাও তো সবার সামনে এভাবে বয়ান করার অনুমতি নেই। কেননা এভাবে তা সাধারণ মানুষের সামনে বয়ান করা হলে, তাদের মাঝে নতুন ধরনের গুমরাহি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে নবিদের অবমাননা করার দুয়ার খুলে যাচ্ছে। যেখানে এ ধরনের শুদ্ধ ও সঠিক কথাও সাধারণ মানুষের সামনে বর্ণনা করা ভুল, সেখানে যে কথাগুলো মুহাককিক উলামায়ে কেরামের গবেষণায় অবাস্তব ও ভুল হিসেবে প্রমাণিত, সেই কথাগুলো কীভাবে জনগণের সামনে বয়ান করা সঠিক হয়! ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৮.

মাওলানা সাদ সাহেবের অস্পষ্ট রুজুর ওপর উলামায়ে কেরামের অস্বস্তি

মাওলানা সাদ সাহেবের যেসব কথার ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন, সেগুলোর মধ্য হতে কয়েকটির ব্যাপারে মাওলানার পক্ষ থেকে রুজুর কথা শোনা গেছে। জবাবি বইটিতে সে কথাও বলা হয়েছে। অথচ সেই রুজুর শব্দগুলো খুবই অস্পষ্ট ও দায়সারা। এখানে উচিত ছিল, যে কথাগুলো রুজুযোগ্য মনে হয়েছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে মাওলানার পুরো কথা নকল করার পর স্পষ্ট ভাষায় উম্মাহর বড় উপস্থিতির সামনে রুজু করবেন। অর্থাৎ তিনি যে পরিস্থিতিতে আপত্তিকর কথাগুলো বলেছিলেন, সেই একই পরিস্থিতিতে রুজুর ঘোষণা দেবেন, পরিষ্কার শব্দে।

উলামায়ে কেরামের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে যে, মাওলানা নিজের বিভ্রান্তিকর-আপত্তিকর কথাগুলো থেকে এ কোন ধরনের রুজু করছেন? যেখানে তিনি বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন লাখো মানুষের উপস্থিতিতে, সেখানে তিনি রুজুনামার নামে একটি দায়সারা গোছের লিখিত চিঠি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে তুলে দিচ্ছেন। লাখ লাখ মানুষ বিষয়টি জানতেও পারছে না। কখনো সেই রুজুনামা হোয়াটসঅ্যাপ বা প্রচলিত প্রচারমাধ্যম (যেমন, মাল্টিমিডিয়া মোবাইল) ইত্যাদির সাহায্যে ছাড়ানো হচ্ছে; অথচ তিনি নিজেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে এ ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার হারাম বলে থাকেন। তিনি যেই বড় বড় ইজতিমায় এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাগুলো ছড়িয়েছেন, সেখানে যারা তার এ কথাগুলো শুনেছেন, তাদের বড় একটি শ্রেণি এ ধরনের আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাওলানার এই রুজু কীভাবে যথেষ্ট হতে পারে!

মাওলানার দায়িত্ব ছিল, তার সেই রুজুনামা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা গ্রহণ করুক, বা না করুক, বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর সঙ্গে তার অনেক বড় বোঝা-পড়ার বিষয়, এর সঙ্গে যেহেতু ধর্মীয় দায়িত্ব ও উম্মাহর কল্যাণকামিতার বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত রয়েছে, কাজেই ঈমানের তাকাযায় তার জন্যে উচিত ছিল, তিনি স্পষ্ট শব্দে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে জানিয়ে দেবেন যে, আমি অমুক স্থানে অমুক কথা বলেছিলাম। এতদিন পর্যন্ত আমি এ কথা বলে এসেছি। কথাটি আমি ভুল বলেছি। এজন্যে আমি আমার এ কথা থেকে তাওবা ও ইসতিগফার করছি। সেই কথা থেকে পরিষ্কার রুজুর ঘোষণা দিচ্ছি।' অর্থাৎ মাওলানা তার গলত কথাগুলো যেই পদ্ধতিতে ছড়িয়েছেন, সেগুলো থেকে রুজু ও সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তও তিনি ঠিক সেই পদ্ধতিতেই করবেন। এটাই আমাদের আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর শাশ্বত আদর্শ। মাওলানা বারবার বলে থাকেন যে, তিনি আকাবির রহ.এর মাসলাক ও মাশরাবের ওপর, তাঁদের পদচিহ্নের অনুসারী। বাস্তবেই তিনি যদি তার এই দাবির ক্ষেত্রে সৎ ও আন্তরিক হয়ে থাকেন তাহলে —বিভ্রান্তিকর বয়ান থেকে মাওলানার এই রুজু কোনো প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করুক, বা না করুক— রুজুর পদ্ধতি অবশ্যই আকাবির রহ. এর অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

আমাদের আকাবির মনীষার রুজুর চিত্র

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি রহ. এর আদর্শ

আমাদের আকাবির রহ. কীভাবে রুজু করেছেন, আমি নজির হিসেবে স্রেফ দুটি ঘটনা পেশ করছি। উভয় রুজু আমাদের আকাবির রহ. করেছেন।

১. নদওয়াতুল উলামার গৌরব সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি রহ. তাঁর পত্রিকা 'মাআরিফ' এর মাঝে কয়েকটি মাসআলায় তাঁর পূর্বের তাহকিক থেকে স্পষ্টভাষায় রুজুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রকাশিত রুজুনামায় এ বাক্য বলেছেন,

> 'এই অধম ঘোষণা করে নিজের ওই সকল ত্রুটি থেকে আন্তরিক সততার সঙ্গে তাওবা করছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বিপরীতে ঘটেছে। এর পাশাপাশি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করছে। উপরন্তু নিজের এমন প্রতিটি অভিমত থেকে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছে, যার সূত্র কুরআন ও সুন্নাহর

> মাঝে নেই।’

এ ঘোষণার পর আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি রহ. গুণে গুণে সবগুলো মাসআলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর তালিকা উল্লেখ করেন, যেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সেগুলোর প্রতিটি থেকে রুজুর কথা ঘোষণা করে, প্রবন্ধে শেষে পুনরায় লেখেন,

> ‘এ কথাগুলো আমি কোনো আপত্তিকারীর ভয়ে লিখিনি; বরং আল্লাহ তাআলার সামনে আমার দায়িত্ববোধের কথা অনুভব করে লিখছি। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাকে সীরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল রাখুন, মানবিক চাহিদার শিকার হয়ে আমি কোনো ভুল করে ফেললে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করুন ও ক্ষমা করুন। এ কাজের অকল্যাণ থেকে মুসলিমদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাকে সত্য পথের দিশা জানিয়ে দিন।
>
> যদি মুসলিমসমাজের মাঝে এমন কেউ থাকেন, যিনি আমার কারণে উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে আমার রায় গ্রহণ করেছেন, তার সকাশে আমার বিনীত নিবেদন হলো, তিনি যেন আমার এই রুজু ও ভুলসংশোধনের পর নিজেও এই ভুল থেকে রুজু করেন এবং সঠিক পন্থা অবলম্বন করেন। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের জীবনে নিজের পূর্বের রায় প্রত্যাহার, প্রথম অভিমতের ওপর দ্বিতীয় অভিমতকে প্রাধান্যদান এবং দ্বিতীয় রায় প্রদানের প্রচুর নজির প্রচলিত রয়েছে। আমার এই রুজু তাঁদের সেই মহৎ আদর্শেরই অনুসরণ। চিরকাল সত্যই অনুসরণীয়। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করেন, তাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর রুজুর আদর্শ

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. লিখেছেন,

> ‘আমার রচনাবলির মাঝে যেসব ভুল পাওয়া গেছে, সেগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার জন্যে আমি ‘তারজিহুর রাজেহ’ নামে একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছি। উদ্দেশ্য হলো, আমি যদি আমার কোনো ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হই তাহলে তাথেকে ঘোষণা দিয়ে রুজু করব। এ কারণে কোথাও আমার কোনো ভুল হয়ে গেলে আমি সানন্দচিত্তে তা স্বীকার করি। কোথাও যদি আমি আমার কোনো ভুলের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত না হই, সেখানে আমি অন্যদের অভিমতও নকল করে দিই। উদ্দেশ্য হলো, যার কাছে যে কওল ভালো মনে হবে, সেটাই সে অবলম্বন করবে। আমি সবসময় এটাই করেছি যে, খামাখা নিজের কথাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিনি। এই বৈশিষ্ট্য নিজের সকল আকাবির মনীষার মাঝে ছিল। আমাদের আকাবির রহ. কখনই নিজের ভুল স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করেননি। [আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৪০৮, খন্ড : ৯, কিস্তি : ২, মালফুয : ২৩১]

অন্য একটি মাসআলায় হযরত থানভি রহ. এভাবে রুজুর ঘোষণা দিয়েছিলেন,

> ‘আমি ঘোষণা করছি যে, অন্য হযরতদের তাহকিকের ওপর আমল করা হোক। এ সংক্রান্ত আমার লেখাটিকে আমি শুধু মারজুহ-ই নয়; বরং নিষিদ্ধ ও দায়গ্রস্থ মনে করি’।
>
> আমি আমার পুস্তিকা نيل الشفا بنعل المصطفى থেকে রুজু করছি। আর আমার কারণে যদি কারো কোনো দ্বীনি ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যাপারে আমি ইসতিগফার করছি। সম্ভব হলে এ নিবন্ধকে আদ্যোপান্ত বা এর সারাংশ দ্রুত প্রকাশ করে দিন। এটিকে স্বতন্ত্র নিবন্ধ হিসেবেই বের করা যেতে পারে, বা পত্রিকার অংশ হিসেবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। (আশরাফ আলি) [ইমদাদুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, ৩৭৮, খণ্ড : ৪]

তারাবীহের মাঝে শ্রোতা বেতনের মাসআলায় হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. প্রথমে জায়েয হওয়ার মত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাহকিক করে এ মত প্রত্যাহার করেন। এ সম্পর্কে তিনি একটি ব্যাপক জনসমাগমে ওয়ায করার সময় বলেন,

> ‘আমি আরেকটি মাসআলায় ভুল করেছি। তা হলো, আমি মনে করতাম, শ্রোতার জন্যে অর্থ নেওয়া জায়েয। আমি এ মাসআলাকে তা‘লীম (শিক্ষা দেওয়া)এর ওপর কিয়াস করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝে এসেছে, আমার এ কিয়াস সঠিক হয়নি।... যদি এর বিপরীত কোনো মাসআলা কেউ জানতে পারেন তাহলে আমি আমার এই মতটাও প্রত্যাহার করে নেব। [ওয়ায়ুত তাহযিব। হুকুক ও

ফারায়েয সংশ্লিষ্ট। পৃষ্ঠা : ২১৫, খণ্ড : ৪]

হাকিমুল উম্মাত হযরত থানভি রহ.-এর এই ভুলগুলো যারা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হযরত থানভি রহ. তাঁদের এই দৃষ্টি আকর্ষণ ও ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। কখনো বলেছেন,

"جزاكم الله دللتموني على الصواب" (امداد الفتاوى ، ص : ٥٣١، ج : ٤)

> ‘মহান আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনারা আমাকে সঠিক বিষয় অবহিত করেছেন।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা : ৫৩১, খণ্ড : ৪]

অন্যত্র বলেছেন,

جزاكم الله تعالى على إصلاحكم. (امداد الفتاوى ، ص : ٤٣١، ج : ٤)

> ‘আমার এই ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা আপনাকের উত্তম বিনিময় দিন।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৫৩১/৪]

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন,

> ‘আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনি সচেতন করার কারণে কিতাব খুলে দেখি। তখন আমার ভুল প্রমাণিত হয়েছে।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ১৫১/৩]

এক জায়গায় তিনি রীতিমত ঘোষণা দিয়েছেন,

> ‘এলান : ইতোপূর্বে এই তাহকিকের বিপরীত যা কিছু আমি লিখেছে, সেগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।.... এখন আমি দ্বিতীয়বারের মত আমার সেই রুজুকে দৃঢ়তার সঙ্গে গোষণা করছি।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৫৩৯/৪]

এক স্থানে তিনি লিখেছেন,

> ‘প্রশ্নটি এমন যে, এর সুষ্ঠু নিরসন বের করতে হলে নিজের আশপাশের বিভিন্ন লোককে দিয়ে অধিকতর যাঁচাই-বাছাই ও নিরীক্ষণ করাতে হবে। আমার মত অল্পবিদ্যাসম্পন্ন লোকের একটি বিশেষ অভিমত এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামায়ে কেরামকে সমবেত করে সম্মিলিত পরামর্শ করতে হবে।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৩৩৫/৬]

কিতাবের আরেকটি স্থানে লিখেছেন,

> ‘এ মুহূর্তে হাতে এ পরিমাণ সময়-সুযোগ নেই যে, বর্ণনাগুলো খুঁজে খুঁজে দেখব। কোনো গবেষক আলেমকে দিয়ে সমালোচনা করিয়ে নিলে সেটাই বরং উত্তম হবে। যদি কোনো দলিলের ভিত্তিতে আমার অভিমত ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আমাকে যেন অবহিত করা হয়।’ [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৫৩১/৪]

আমাদের আকাবির মনীষা রহ.-এর চিন্তা ও মানসিকতার এটাই সত্যিকার চিত্র। তাঁরা কীভাবে রুজু করতেন এবং ইলমি সততা বজায় রাখতেন, তার সত্যিকার চিত্র এখানে ফুঁটে ওঠেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে যেই চার-চারটি রুজুনামার লিখিত কপি দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠানো হয়েছে, আর মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত এই জবাবি বইয়ে যেসব বিষয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু দাবি করা হচ্ছে, সেগুলো সামনে রাখলে প্রশ্ন ওঠছে যে, মাওলানা সাদ সাহেব আজ পর্যন্ত কি নিজ আকাবির মনীষা রহ. এর অনুসরণ করে স্পষ্ট শব্দে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সাধারণ বয়ানে কি এভাবে রুজুর ঘোষণা দিয়েছেন যে, ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি অমুক অমুক কথাটি ভুল বলেছিলাম। এখন তাওবা ও ইসতিগফার করছি এবং এ কথাগুলো থেকে রুজু করছি। তিনি তো তাঁর কথাগুলো লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এভাবেই বলেছিলেন। তাহলে কেন তিনি সেভাবে রুজুর ঘোষণা দিচ্ছেন না, যেভাবে আমাদের আকাবির রহ. রুজু করেছেন?

মাওলানার কিছু সমর্থক ও অনুরাগী মাওলানার রুজুনামা মাল্টিমিডিয়া মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ জাতীয় প্রচারমাধ্যমে ছড়াচ্ছেন। অথচ তিনি তার বিভ্রান্তিকর কথাগুলো বলেছিলেন তাবলীগি ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সামনে। সমাজের হতদরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মানুষগুলো এ ধরনের মোবাইল ও প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। যারা এগুলো ব্যবহার করেন, তারা যখন মাওলানার মুখ থেকে এ বয়ান শুনেছেন যে,

> ‘এ ধরনের মোবাইল ও রেওয়াজসর্বস্ব প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করা হারাম। এগুলো সঙ্গে থাকলে নামায হয় না। এ ধরনের লোকদেরকে আমার বদদুআ করতে ইচ্ছে হয়।’ ইত্যাদি ইত্যাদি

যারা মাওলানার মুখ থেকে এ ধরনের বয়ান শুনেছেন, তারা কীভাবে মাওলানার সেই রুজু বিশ্বাস করবেন, যা এ ধরনের রেওয়াজি প্রচারমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে! এগুলোকে তো মাওলানা নিজেই হারাম ও শয়তানি দাবি করেছেন। যার কারণে আজ সাধারণ মানুষ প্রচণ্ডরকম দ্বিধা ও সংশয়ের মাঝে দিন কাটাচ্ছে যে, বাস্তবেই কি মাওলানা রুজু করেছেন? না-কি এগুলো বানোয়াট, কাল্পনিক ও মাওলানার দিকে অবাস্তব সম্বন্ধিত? কাজেই রুজুর ব্যাপারটি পরিষ্কার করার একটাই পথ। তা হলো, মাওলানা তার বয়ানের মাঝে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে নিজেই স্বীকার করবেন যে, আমি এই ভুল কথাগুলো বলেছিলাম। এখন নিঃশর্ত রুজুর ঘোষণা দিচ্ছি। এ ভাবে ভুল স্বীকার করতে তিনি কেন সংকোচ বোধ করছেন! অথচ আমাদের আকাবির রহ. এভাবে রুজু করতে একটুও সংকোচ অনুভব করেননি। দুঃখের বিষয় হলো, মাওলানা কখনই এভাবে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে রুজুর ঘোষণা করেননি।

জবাবি এ বইটিতেও মাওলানার কিছু কথাকে দায়সারা গোছে উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাপারে মাওলানার অস্পষ্ট রুজুকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অথচ দরকার ছিল, যেসকল কথা থেকে মাওলানার রুজুর কথা লেখা হয়েছে, প্রথমে সেই কথাটি আদ্যোপান্ত লেখা হবে, যার ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন এবং যেগুলোর কারণে উম্মতের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাচ্ছে। সর্বাগ্রে বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার ছিল। যেন প্রকৃত বাস্তবতা সবার সামনে চলে আসে। এভাবে বুজু করলে প্রকৃত চিত্র সবার কাছে স্পষ্ট হতো। ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

উলামায়ে কেরামের কাছে একটি বিষয় খুবই বিস্ময়কর ঠেকেছে এবং তাঁরা এ নিয়ে আফসোসও করেছেন। তা হলো, বিগত কয়েক বছর ধরেই অনেক উলামায়ে কেরাম মাওলানাকে তার এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছিলেন। তাঁরা তাঁদের কথাগুলো লিখিত আকারেও বলেছেন, মৌখিকও বলেছেন, দলিল-প্রমাণ সহকারেও বলেছেন, অনুরোধের সুরেও বলেছেন। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মাওলানা কারো কোনো কথার জবাব দেননি, রুজু করেননি, অবস্থান স্পষ্ট করেননি। এমনকি এই লেখাগুলো পড়া বা এগুলোর দিকে মুখ তুলে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করেননি। উলামায়ে কেরাম যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন, পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে বলেছেন, তিনি ভ্রুক্ষেপই করেননি। উপরন্তু দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে বলে গেছেন।

যখনই চতুর্দিক থেকে হৈ চৈ-শোরগোল শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ফতোয়া আসা শুরু হয়েছে, এখন তিনি দুঃখপ্রকাশ করে চিঠি লিখছেন, রুজুনামা পাঠাচ্ছেন। একবার নয়, বারবার পাঠাচ্ছেন যে, এখন যেন বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও মারকাযি দারুল ইফতা তার রুজুনামা কবুল করে এবং তার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রকাশ না করে।... আমাদের আকাবির মনীষা রহিমাহুমুল্লাহ তো এমন ছিলেন না! তাঁরা তো কখনই এভাবে রুজু করেননি!

৯.

আরেকটি দুঃখজনক বিষয়

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো, মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় যেই জবাবি বই লেখা হয়েছে; যেই বইয়ের লেখক হিসেবে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের একদল উসতাযুল হাদিস বলা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিজেও এই মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের সন্তান। মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের বিনম্রতা, সদাচরণ, শিষ্টাচার, অনুপম চরিত্র, গাম্ভীর্য, দূরদর্শিতা ও জ্ঞানজ ব্যক্তিত্ব একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে সর্বমহলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। এই জবাবি বইটিতে বিভিন্ন মাসআলার তাহকিকের ক্ষেত্রে সম্বোধনের ভাষার মাঝে সেই বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। আফসোসের বিষয় হলো, দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর উলামায়ে কেরাম ও উসতাযুল হাদিসগণ মাওলানা সাদ সাহেবের যে কথাগুলোর ওপর আপত্তি প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে যখন কলম ধরেছেন, তখন তারা অবশ্যই সম্মান, ভদ্রতা ও শালীনতার সঙ্গে মাওলানা সাদ সাহেবের নাম নিয়েছেন। অথচ এঁদের প্রত্যেকেই দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর শীর্ষস্থানীয় আলেম ও উসতাযুল হাদিস। দারুল উলূম দেওবন্দের দেশবরেণ্য আলেমগণ ও দারুল ইফতার দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে যেই লিখিত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে মাওলানা সাদ সাহেবের আলোচনা এসেছে ঠিক এ শব্দে,

> ‘এ সময় পৃথিবীর অনেক উলামায়ে হক ও বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষ থেকে নিয়মিত এ অনুরোধ আসছে যে, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ’ যেন নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে। [সাআদতনামা, পৃষ্ঠা : ৪। দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান। তাবলীগ : ৫। মাকতাবাতুল আসআদ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ১৩]

অন্য স্থানে তাকে এভাবে দুআমাখা শব্দে স্মরণ করা হয়েছে,

> ‘আমরা সবাই দুআ করি যে, আল্লাহ তাআলা মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবকে আকাবিরের মানহাজের ওপর অবিচল রাখুন এবং তাকে দ্বীন প্রচারের মেহনতের জন্যে কবুল করুন।’

দারুল উলূম লাখনৌর কয়েকজন উসতাযুল হাদিস মাওলানা সাদ সাহেবকে এ ব্যাপারে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেখানে মাওলানাকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে,

> ‘পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি দামাত বারাকাতুহুম,
> আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
> আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালো রাখুন। সকল ষড়যন্ত্র ও মুসিবত থেকে নিরাপদ রাখুন। আপনার ফয়য সর্বত্র ব্যাপক করে দিন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের অন্তরে আপনার ভালোবাসা বিরাজমান। আপনার জনপ্রিয়তা ও কবুলিয়ত ঈর্ষণীয়। উম্মতের একটি বৃহৎ অংশ আপনার প্রতি আস্থা রাখে। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে আপনি যে বয়ানগুলো পেশ করে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ তার মাধ্যমে উম্মতের অনেক বড় উপকার হচ্ছে।...
> সবশেষে আমরা আপনার কাছে একটি জ্ঞানগত বিষয় জেনে উপকৃত হতে চাচ্ছি। আপনি আপনার বয়ানে সুন্নতের তিনটি প্রকারের কথা বলেছিলেন।... আপনি এভাবে সুন্নতের যেই বিভাগ, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোর উৎস ও দলিল জানতে চাচ্ছি। তদ্রূপ আমরা আমাদের নিজেদের জানার জন্যে এ কথাও জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে, আপনি আপনার কিছু বয়ানে... [মাকতুব বনামে জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫]

এ হলো দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌয়ের উসতাযুল হাদিস ও উলামায়ে কেরামের সম্বোধনের অভিব্যক্তি, যেখানে হযরতের প্রতি পূর্ণ সম্মান, শ্রদ্ধা, ইলমি গাম্ভীর্য ও শিষ্টাচার বজায় রাখা হয়েছে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মাওলানাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

এর বিপরীতে এই জবাবি বইটিতে মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে যে জবাবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের উসতাযুল হাদিসদের লেখার ধরন লক্ষ্য করুন। তারা লিখেছেন,

> ‘আপত্তিকারী বলছে যে, আমরা ফকিহবিদদের কাছে দুটি প্রকারের কথা পড়েছি। সুন্নতে ইবাদত,

> সুন্নতে বিদআত। এই তৃতীয় সুন্নত কোত্থেকে এলো?... যদি আপত্তিকারী মনে করে থাকেন যে....
>
> আর যদি আপত্তিকারীর আপত্তি শুধু এতটুকু হয়ে থাকে যে... [পৃষ্ঠা : ১৬, ১৭]

লক্ষ্য করে দেখুন, একদিকে দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামার উসতাযুল হাদিসদের সম্বোধনের ধরন কী? সেখানে তারা কতটা সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন? কীভাবে হৃদয়ের উষ্ণতা জড়িয়ে দুআ করেছেন? তারা তাদের আপত্তির কথা বলার সময়ও জানতে চাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই জবাবি বইটির ভাষার ধরণ আপনাদের সামনেই আছে।

এই জবাবি বইটি গণহারে ছাপা হয়েছে। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ভাষা ও সম্বোধনশৈলী থেকে জনগণ মোটেও ইতিবাচক প্রভাব নেয়নি।

১০.

প্রচারিত জবাবনামার কারণে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাওলানা সাদ সাহেব যতগুলো রুজুনামা লিখেছেন, বিশেষত সর্বশেষ যে রুজুনামা মাওলানার দস্তখত সহকারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেই রুজুনামার মাঝে মাওলানা সাহেব উলামায়ে দেওবন্দের ওপর পূর্ণ আস্থার কথা জানিয়েছেন এবং কোনো ধরনের তাভিল (নিজস্ব ব্যাখ্যা) ও তাওজিহ (কারণদর্শানো) ব্যতিরেকে রুজু করেছেন। একদিকে এই চিত্র। অন্যদিকের চিত্র হলো, এই জবাবি বইয়ে মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা সাদ সাহেবের ওপর আপতিত আপত্তিগুলোর জবাব ও উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। এই দ্বিচারিতা দেখে দেশের দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান ও ভারসাম্যপূর্ণ মেজাযের অধিকারী ব্যক্তিগণ দ্বিধায় পড়ে গেছেন যে,

১. বাস্তবেই যদি মাওলানা সাদ সাহেবের তরফ থেকে, তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেখা এই জবাবগুলো বিলকুল সঠিক হয়ে থাকে এবং মাওলানা সাদ সাহেব এ পর্যন্ত যে বয়ানগুলো করেছেন, সেগুলো শতভাগ হক ও সত্য হয়ে থাকে এবং আদতেই মাওলানার কথাগুলো আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে তাহলে মাওলানা কেন উলামায়ে দেওবন্দের ওপর আস্থা জানিয়ে এই সহিহ কথাগুলো থেকে রুজু করলেন?

২. এগুলোর ক্ষেত্রে মাওলানার নিজস্ব অভিমত কী? তিনি কোনটিকে রাজেহ মনে করছেন? তার তরফদারি করে যে জবাবি বইটি বের হয়েছে, মাওলানা কি সেখানকার তথ্যগুলোকে অগ্রহণযোগ্য ও মারজুহ মনে করেন? দারুল উলূম দেওবন্দের রায়কে গ্রহণযোগ্য ও রাজেহ মনে করেন, যেমনটি তার সর্বশেষ রুজুনামায় দেখা গেছে? না-কি তিনি এখন এই জবাবি বইটির সার্বিক তথ্যকে বিলকুল সহিহ মনে করেন? ইতোপূর্বে এগুলোর ব্যাপারে তাহকিক ছিল না। এজন্যে তাহকিক না করেই বয়ানে বলেছেন। এরপর উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে বাধ্য হয়ে রুজু করেছিলেন। কিন্তু এখন উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের তালিকা চলে আসার কারণে কি মাওলানা তার পূর্বের রুজু থেকে আবার রুজু করেছেন?

ধীমান, ন্যায়নিষ্ঠ, বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম বিষয়টি নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাদের প্রশ্ন হলো, এই দু' ধরনের বিশ্লেষণের মধ্য হতে কোনটি সত্য? প্রকাশিত জবাবি বইটির জবাবগুলোও অস্পষ্ট ও দায়সারা গোছের। বিষয়টি স্পষ্ট করা হলে সবার দ্বিধা কেটে যেত।

মোটকথা, মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এই বইয়ের জবাবি কথাবার্তা সামনে চলে আসার কারণে উলামায়ে কেরামের মহল থেকে নানা ধরনের কথা উঠে আসছে। কথাগুলো অধমের কানেও এসেছে। জবাবি বইটির কিছু কথা এতোটাই অগভীর ও অযৌক্তিক যে, সেগুলো আলোচনার যোগ্য নয়। কিছু কথা ইলমি ও যৌক্তিক মনে হয়েছে। এজন্যে সেগুলোর ওপর আমার পর্যালোচনা একত্র করে হযরত মাওলানা সালমান সাহেবের খেদমতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আশা করি, জবাবি বইটির কথাগুলোর সততা, ভারত্ব ও কথাগুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত সবাই বুঝতে সক্ষম হবেন। এ উদ্যোগ আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা নিরুপণের ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা রাখবে। হযরত মাওলানা সালমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে রচিত বইটির ব্যাপারে যেই তাহকিক সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে উঠে আসবে, আশা করি, তা হযরত উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করবেন।

১১.

মাসলাক ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর সর্বযুগে এক ছিল, আগামীতেও এক ও অভিন্ন থাকবে, ইনশাআল্লাহ

আরেকটি মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর অভিন্ন মাসলাক ও মাশরাবের বাহক। এই ঐক্য শুধু আকিদা ও উসূল (মূলনীতি)এর ক্ষেত্রেই নয়; শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রেও এ দুটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান এক ও অভিন্ন মাসলাক লালন, বহন ও পোষণ করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ।

মাওলানা কারি মুহাম্মদ তাইয়্যেব রহ. উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক বিশ্লেষণ করে 'উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মাসলাকি মিজায' নামের যে কিতাব উপহার দিয়েছেন, সেটা শুধু দারুল উলূম দেওবন্দেরই নয়; মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরেরও মাসলাক। আকিদা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. যেই জবাবি বই লিখেছেন, তার সবগুলো কথার ওপর উলামায়ে দেওবন্দও একমত। ওই বইয়ের ওপর হিজায, মিসর ও শামের উলামায়ে কেরাম যেমন স্বাক্ষর করেছেন, তেমনই দেওবন্দের উলামা হযরতগণও স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষর করেছেন,

১. শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব
২. হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.
৩. হযরত মাওলানা মুফতি আযিযুর রহমান সাহেব
৪. হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব দেওবন্দি
৫. হযরত মাওলানা মুফতি কেফায়াত উল্লাহ সাহেব
৬. হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহিম সাহেব
৭. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ নানুতুবি সাহেব প্রমুখ।

[আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, আত-তাসদিকাত লি-রফয়িত তালবিসাত, পৃষ্ঠা : ৪৫-৬২, প্রশ্ন : ১১, কুতুবখানায়ে ইজাযিয়া দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।]

মোটকথা, মাসলাক ও মাশরাব (মতাদর্শ ও চেতনা), উসূল ও ফুরু' (মূলনীতি ও শাখাগত প্রসঙ্গ) সর্বক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর এক ও অভিন্ন। উভয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে তিল পরিমাণ ব্যবধানও নেই। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি তাআলা আজমাঈনের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের যেই মতাদর্শ, একই মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি মাযাহেরুল উলূমের উলামায়ে কেরামও লালন করেন। এই অভিন্নতা যেমন অতীতে ছিল, তেমনই বর্তমানেও আছে, ইনশাআল্লাহ আগামীতেও বজায় থাকবে। ঠিক এ কথাটি শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. কোনো এক প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. তাঁর বিভিন্ন কিতাবে দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলির পাশাপাশি দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাকগত অবিচলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর পরপরই তিনি মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের আলোচনা তুলে এনে লিখেছেন যে, মাযাহিরে উলূমও দারুল উলূম দেওবন্দের আকিদা, মানহাজ ও চিন্তাধারার বাহক। আমরা আলি মিয়াঁ নদভি রহ. এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ المسلمون في الهند [আল-মুসলিমুনা ফিল হিন্দ] গ্রন্থ থেকে জামিয়া মাযাহিরে উলূমের আলোচনার চয়িতাংশ তুলে ধরছি–

> وتلى دار العلوم الديوبنديه في كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم الدينية مدرسة مظاهر علوم ، في مدينة سهارنفور التى تأسست في ثلاث وثمانين ومأتين وألف ايضا، وهي تشارك دار العلوم في العقيدة والمبدأ والشعار . وتمتاز هذه المدرسة واساتذها وطلبتها ببساطة في المعيشة والقناعة بالكفاف والقوة والديانة . (المسلمون في الهند ، ص : ٦٥، دار الفتح دمشق)

'অধিক শিক্ষার্থী ও দ্বীনি নানা ইলমের প্রতি তীব্র মমত্ববোধের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের পরপরই আসবে মাযাহিরে উলূম মাদরাসার নাম। এ প্রতিষ্ঠানটি সাহারানপুরে অবস্থিত। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১২৮৩ হিজরিতে। আকিদা, চেতনা ও প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি দারুল উলূম দেওবন্দের

> প্রতিচ্ছবি।
>
> এই প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা জীবিকার ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা, স্বল্পে তুষ্টি, দ্বীনের ওপর শক্ত অবস্থান ও ধার্মিকতার গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন। [আল-মুসলিমুনা ফিল হিন্দ, পৃষ্ঠা : ৬৫, দারুল ফাতহ দিমাশকে মুদ্রিত।]

বইটির উরদূ সংস্করণে কথাগুলো এভাবে এসেছে,

> ‘মাদরাসায়ে মাযাহিরে উলূম নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, মূলনীতি ও আকিদার ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাকই লালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষাসম্পন্ন করে প্রচুর সংখ্যক উলামা ও দ্বীনের একনিষ্ট সেবক কর্মক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। দ্বীনের অন্যান্য শাস্ত্রের পাশাপাশি হাদিস শাস্ত্রে যাঁদের অবদান ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানকার ছাত্র-শিক্ষকমণ্ডলীর স্ববিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা সরল জীবন, অল্পেতুষ্টি ও দ্বীনের ওপর অবিচলতার আদর্শের বাহক হয়ে থাকেন। [হিন্দুস্তানি মুসলমান : ১২০]

মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের মতাদর্শ

> মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের ‘দস্তুরুল আমল’ [কর্মপন্থা] গ্রন্থে মাযাহিরে উলূমের যেই মাসলাকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা আপনাদের সামনে মেলে ধরছি। সেখানে লেখা আছে,
>
> ‘ক. এই মাদরাসার মাসলাক হবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হানাফি মাসলাক। যা এই মাদরাসার প্রথম পৃষ্ঠপোষক হযরতুল আকদাস মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত কাসিমুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুভি রহ. এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এর মতাদর্শ থেকে স্পষ্ট হয়।
>
> খ. মাদরাসার সকল পৃষ্ঠপোষক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, উসতায, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্রদের আবশ্যক দায়িত্ব হলো, তারা সর্বদা মাদরাসার মাসলাকের হিফাযত, প্রচার, প্রসার ও ব্যাপকায়নের খেদমত আঞ্জাম দেবেন।
>
> গ. কোনো কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর জন্যে এ অনুমতি নেই যে, তারা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা দল বা জলসা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করবে, যা মাদরাসার মাসলাক, মাযহাব, মতাদর্শ ও স্বার্থের পরিপন্থী। এমন কোনো কাজ মাদরাসার স্বার্থের পরিপন্থী, কি পরিপন্থী নয়, সেই সিদ্ধান্ত মজলিসে শূরা পরিচালক সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে দেবেন।
>
> ঘ. কখনো সংশয় ও ধোঁয়াশা দিখা দিলে মজলিসে শূরা অথবা পরিচালকের এ অধিকার থাকবে যে, তিনি কোনো এ‘লান ঘোষণা করবেন অথবা লিখিত আকারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করবেন। [১৩৯৯ হিজরিতে প্রস্তাবিত মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের দসতুরুল আমল থেকে সংগৃহীত। মাযাহিরে উলূম কে বুনিয়াদি মাকাসিদ : ১৫-১৬]

‘উলামায়ে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর আওর উনকি আমালি ও তাসনিফি খিদমাত’ গ্রন্থের লেখক মাযাহিরে উলূম মাদরাসার মাসলাক-মাশরাব (মতাদর্শ ও চেতনা) আলোচনা করে লিখেছেন,

> ‘মাযাহিরে উলূম মাসলাকের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, হানাফি। মাশরাবের ক্ষেত্রে মহান পূর্বসূরি হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি মুহাজিরে মাদানি রহ. এর সমর্থক ও অনুসারী। সংক্ষেপে এভাবেও বলা যেতে পারে, মাযাহিরে উলূমের মাসলাক হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, হানাফিয়্যাত ও চিশতিয়্যাত। মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীদের জন্যে সর্বাবস্থায় আবশ্যক হলো, তারা এই সুন্নি মাসলাকের অনুসরণ করবে। তাদের জন্যে এমন কোনো দল বা প্রতিষ্ঠান কিংবা এমন কোনো সংগঠনে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই, যা উপরিউক্ত মাসলাকের পরিপন্থী বা খোদ মাদরাসার স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাদরাসার কাছে আমানত হয়ে থাকে। মাদরাসার পরিচালক সেই আমানতের সংরক্ষক। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে আবশ্যক হলো, তারা তাদের সকল অধীনস্থের দেখাশুনা করবেন, কোনো ধরনের মানসিক বিচ্যুতি বা চৈন্তিক বক্রতার শিকার হতে দেবেন না, যথাসম্ভব মাসলাক ও আকিদার বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে নিরাপদ রাখবেন। [উলামায়ে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর আওর উনকি আমালি ও তাসনিফি খিদমাত : ২১৭]

গতবছর মাযাহিরে উলূমে অনুষ্ঠিত শূরার বৈঠকে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ওপর শূরার সকল সদস্য

ও দায়িত্বশীলগণ স্বাক্ষর করেছেন। সেই লিখিত ঘোষণার ভূমিকার মাঝেও এ কথাও লেখা আছে যে, ‘এ ধরনের সকল মাসআলা ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে মাযাহিরে উলূম সবসময় দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে ছিল। আজকের এই অতিগুরুত্বপূর্ণ নাজুক মাসআলাতেও প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ সহমত জ্ঞাপন করছে।’ মজলিসে শূরার প্রধান ও সকল সদস্য যেই লিখিত ঘোষণার ওপর স্বাক্ষর করেছেন, তা অবিকল আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি. / ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত

> ‘হযরত আলহাজ্ব হাকিম কলিমুল্লাহ আলিগড় সাহেবের সভাপতিত্বে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের মেহমানখানায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।
>
> প্রস্তাবনা : মাসলাক সম্পর্কিত সকল বিষয়ে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের অবস্থান সবসময় দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে থেকেছে। আজও দিল্লির নিযামুদ্দিনের তাবলিগি মারকায সম্পর্কিত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে মাযাহিরে উলূমের অবস্থান দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে আছে।
>
> আজ মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মাযাহিরে উলূমের শূরার সকল সদস্য দারুল উলূমের অবস্থানের সঙ্গে সহমত জানাচ্ছে ও সমর্থন জানাচ্ছে।
>
> স্বাক্ষর করেছেন, ১. হযরত আলহাজ্ব হাকিম কলিমুল্লাহ যিদা মাজদুহুম (আলিগড়) ২. হযরত আলহাজ্ব আবদুল কবি যিদা মাজদুহুম (হায়দারাবাদ) ৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ ইবরাহিমি যিদা মাজদুহুম ৪. হযরত আলহাজ্ব আবদুল খালেক যিদা মাজদুহুম (মহারাষ্ট্র) ৫. হযরত আলহাজ্ব সালামত উল্লাহ যিদা মাজদুহুম (দিল্লি) ৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকেল যিদা মাজদুহুম (সাহারানপুর) ৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান যিদা মাজদুহুম (সাহারানপুর) ৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদ যিদা মাজদুহুম (সাহারানপুর)।
>
> এই অনুলিপি রেজিস্ট্রারের হুবহু অনুরূপ : মুহাম্মদ শাহেদ, জেনারেল সেক্রেটারি, জামিয়া মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর
>
> ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি./৩ ডিসেম্বর ২০১৬। শনিবার

কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেবের ওপর উপস্থাপিত আপত্তির জবাব সম্পর্কিত যে লেখাটি এ সময়ে এই মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের ব্যবস্থাপকের পৃষ্ঠপোষকতায় ছেপে এসেছে, যা প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন উসতাযুল হাদিস সংকলন করেছেন, বাস্তবতা হলো, এ লেখা হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর তাহকিকের বিলকুল পরিপন্থী। লেখাটি দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া ও তাহকিকেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মাযাহিরে উলূমের এই অবস্থান দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ভিন্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেই অবস্থান আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম (হযরত মুসা ও হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস সালাম) এর মর্যাদার লঙ্ঘন করে। এটি কোনো ফুরুয়ি বা শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা বা গৌণ সমস্যা নয়; আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে এই অবস্থান সরাসরি এই মাসলাকের উসূল ও আকিদার ওপর আঘাত ফেলে।

১২.

প্রচারিত জবাবনামার কারণে সর্বমহলের অস্থিরতা ও উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

বর্তমান পরিস্থিতি সচেতন ও মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের সামনে বেশ কিছু প্রশ্ন দাঁড় করেছে—

১.

মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানগুলো সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের যেই ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের ব্যবস্থাপক মাওলানা সালমান সাহেবের ভূমিকা সম্বলিত এই জবাবির বইয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যার পরিপ্রেক্ষিতে এখন প্রশ্ন উঠছে যে, আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এই জবাবি বইয়ে যেসব তাহকিক, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে, তার ওপর নিঃসন্দেহে দারুল উলূম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট মহল একমত নন। তাঁদের তাহকিক ও ফতোয়া এই জবাবি বইয়ের বিলকুল পরিপন্থী অবয়বে এখনো যথারীতি বহাল ও বলবৎ রয়েছে। তাহলে কি এই মোড়ে এসে কোনো বিশেষ কর্মকৌশল বা কোনো বিশেষ কারণে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাক ও তাহকিক থেকে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলো?

২.

মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর এই প্রেক্ষাপটে এসে দারুল উলূম দেওবন্দের পাশ থেকে সরে যেই অবস্থান গ্রহণ করল, তা কি শুধু এ মাসআলাতেই, না অন্য মাসআলাগুলোতেও? এই ভিন্নতা কি চলমান বছরের ওই তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, না ইতোপূর্বেও ছিল?

৩.

এই জবাবি বইয়ের মাঝে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এর তাহকিক ও দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান থেকে সরে যেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবস্থান গ্রহণ করা হলো, তা কি মাযাহিরে উলূমের বিশেষ কয়েকজন উসতায ও নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির, না-কি আমরা এই অবস্থানকে পুরো মাযাহিরে উলূমের অবস্থান মনে করব?

মাওলানা সালমান সাহেবের এই জবাবি বইয়ের লেখাগুলোর প্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে, যা আমি খুবই সংক্ষেপে সংকলন করে হযরতের সামনে পেশ করছি। আমি একজন সেবকের অবস্থান থেকে স্রেফ অবগতির জন্যে কথাগুলো হযরতের খেদমতে পেশ করছি। হযরত অবশ্যই কথাগুলো খুব ভালো ভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন।

উলামায়ে কেরামের একটি মহল পুরো গুরুত্ব ও অবিচলতার সঙ্গে এ কথা বলছেন যে, একদিকে মাওলানা সাদ সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর ও নদওয়াতুল উলামা লাখনৌয়ের মাসলাক-মাশরাবের বিপরীত বয়ান বলে বেড়াচ্ছেন। অন্যদিকে তিনি তার কথা ও লেখার মাঝে পরিষ্কার ভাষায় এ দাবি করেছেন যে, তিনি এই দেওবন্দি মাসলাক ও মাশরাবের অনুসারী। তার এভাবে অবস্থান স্পষ্ট করার পর কারো কোনো সন্দেহ না থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেবের এ ধরনের যতগুলো কথা রয়েছে (যেগুলোর কারণে সবার মনে সন্দেহ জাগছে। সবাই এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, তার দৃষ্টিভঙ্গি দারুল উলূম দেওবন্দ বা মাযাহিরে উলূম দেওবন্দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী) তার এ জাতীয় যতগুলো কথা অদ্যাবধি আমার কাছে পৌঁছেছে বা আমি জানতে পেরেছি, এমনকি সেগুলোর রেকর্ডও সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলোর কয়েকটির ওপর আমি আমার পর্যবেক্ষণ মাওলানা সালমান সাহেবের খেদমতে এ উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছি যে, হযরত যেন নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় আকাবির উলামা ও মাযাহিরে উলূমের উসতাযুল হাদিসদের মাধ্যমে এই কথাগুলোর ওপর পূর্ণ তাহকিক করেন। কথাগুলো যদি বাস্তবেই আপত্তিকর ও সংশোধন-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে তাহলে যেন অবশ্যই সেগুলোর শুধরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাওলানা সাদ সাহেব যেন সেই কথাগুলো থেকে নিঃশর্ত রুজুও করেন। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে এমনভাবে তাহকিক জানিয়ে দেন যে, যেন কেউ কুধারণা, কুমন্তব্য ও অর্থহীন আপত্তি তোলার সুযোগ না পায়। সবার মুখ যেন বন্ধ হয়ে যায়।

ইতোপূর্বে আমি 'আসবাব সম্পর্কে' মাওলানা সাদ সাহেবের লিখিত কিতাব 'কালিমা কি দাওয়াত, ছেহ নম্বর কি মেহনত' সম্পর্কে দু'-চারটি কথা লিখেছিলাম, সেগুলোও হযরতের খেদমতে উপস্থাপন করছি। সেগুলোর তাহকিকও করিয়ে নেওয়া হোক। সেখানে কোনো ভুল থাকলে তা জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি কিছু প্রবন্ধ উপকারী মনে করে আমার নাম ছাড়াই লিখেছিলাম, অবশ্য সেগুলো হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানি সাহেবের খেদমতে নাম সহকারে পেশ করেছিলাম। সেগুলোও হযরতের খেদমতে প্রেরণ করছি। আশা করি, হযরত সেগুলো থেকে ভুল চিহ্নিত করে দেবেন।

আমি আন্তরিক সততার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অধম ইতোপূর্বে এ বিষয়ে যতগুলো লেখাই লিখেছি, সেগুলো আমি আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলো বন্ধ রেখে দ্বীনি জরুরত মনে করে, গভীর চিন্তা-ভাবনা, ইসতিখারা ও পরামর্শ করেই লিখেছি। সেই লেখাগুলো আমি যেমন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লিখিনি, তদ্রূপ কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সংগঠনের প্রতি বৈরীতার মনোভাব থেকেও লিখিনি। কারো সমর্থন বা অপনোদন অধমের উদ্দেশ্য নয়। স্রেফ সত্যের হিফাযত, উম্মতের সঠিক রাহনুমায়ি ও আল্লাহর সন্তুষ্টিই অধমের একক উদ্দেশ্য।

দাওয়াতের মেহনত আমিরের অধীনে চলবে, না শূরার অধীনে চলবে, এর সঙ্গে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। যা আমার আলোচ্যবিষয় নয়। হ্যাঁ, আমি এ সম্পর্কে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে ফুকাহায়ে কেরাম ও আকাবির উলামার স্পষ্ট লেখনী সামনে রেখে একটি প্রবন্ধ সংকলন করেছি। হয়তো বিদ্যমান জটিলতার সমাধানে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধটি সহায়ক হবে। সেখান থেকে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই প্রবন্ধও হযরতের খেদমতে প্রেরণ করছি।

মাওলানা সালমান সাহেব বর্তমানে নিযামুদ্দিন মারকাযের পৃষ্ঠপোষক, মুরুব্বি ও শীর্ষস্থানীয় সহমর্মীর ভূমিকা পালন করছেন। হযরত যদি নিজ তত্ত্বাবধানে অধমের উপস্থাপিত ইলমি আলোচনার তাহকিক ও শুদ্ধাশুদ্ধি নিরুপণ করে দিতেন তাহলে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি খিদমত আঞ্জাম হতো। কেননা সমস্যা কেবলমাত্র মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং তার সঙ্গে জড়িত, তার অনুগত, তার ভক্তদের একটি বিশাল অংশ এখন এ জাতীয় কথাগুলো নিজেদের বয়ানে বলে বেড়াচ্ছে ও সর্বত্র ছড়াচ্ছে। তদ্রূপ তার সন্তান ও তার শিষ্যরা নিজ পিতা ও উসতাযের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কথাগুলো বয়ানে বলে বেড়াচ্ছে। এজন্যে হযরতের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ হলো, অধমের নিবেদিত ইলমি কথাগুলো স্বচ্ছতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে নিযামুদ্দিন মারকাযের দায়িত্বশীলদের প্রতি এ নির্দেশনা জারি করে দিন যে, তারা যেন এই বিতর্কিত কথাগুলো বয়ান করার কাজ শতভাগ পরিহার করে। অধমের বিবেচনায় এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা আল্লাহ তাআলা হযরতের যিম্মাদারিতে সম্পন্ন করাচ্ছেন। মহান আল্লাহ হযরতের স্নেহের ছায়া আমাদের ওপর অনন্তকাল সুনিবীড় রাখুন। অধম সবসময় নিজেকে হযরতের স্নেহ, ভালোবাসা ও দুআর মুখাপেক্ষী মনে করি। এ প্রবন্ধ লেখার সময় কোনো ভুল বা বেয়াদবি হয়ে গেলে হযরতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এখন কৃত অঙ্গীকার অনুসারে জবাবি বইটির বিষয়ে যে কথাগুলো অধমের বুঝে এসেছে বা উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অধমের কাছে এসে পৌঁছেছে, সেগুলো হযরতের খেদমতে পেশ করছি। কোথাও কোনো ভুল, বিচ্যুতি বা বেয়াদিব পরিলক্ষিত হলে নিজ গুণে ক্ষমা করার বিনীত অনুরোধ জানাই। তাহকিক ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোনো ভুল চোখে পড়লে তা সংশোধন করে সতর্ক করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

-অধম মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকাহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ
১৩ যিলক্বদ ১৪৩৮ হিজরি

জবাবি বইটির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে কয়েকটি নিবন্ধ পেশ করছি-

১	حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جناب مولانا محمد سعد صاحب کی بعض قابل اشکال باتیں اور ان کی طرف سے دیئے گئے جوابات کی تحقیق
	সাইয়েদুনা ইউসুফ علیہ السلام সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বয়ান ও তার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলাদির বিশ্লেষণ [তাবলীগ সিরিজের ১৩ নম্বর বই]
২	حضرت موسي علیہ السلام سے متعلق جناب مولانا محمد سعد صاحب کی بعض قابل اشکال باتیں اور ان کی طرف سے دیئے گئے جوابات کی تحقیق
	হযরত মূসা علیہ السلام সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ান ও তার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণাদির নিরীক্ষণ [তাবলীগ সিরিজের ১৪ নম্বর বই]
৩	تعلیم و تدریس پر اجرت لینے کی تحقیق
	দ্বীন শিখিয়ে বেতন গ্রহণ কি না-জায়েয?
৪	موبائیل میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا حکم
	মোবাইলে তিলাওয়াত শোনা ও পড়া কি নাজায়েয?
৫	اسباب سے متعلق علمی تحقیق جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوي کے ارشادات اور ان کا علمی و تحقیقی جائزہ قرآن وحدیث کی روشنی میں
	আসবাব অবলম্বন করা কি দ্বীনি চেতনার পরিপন্থী? কুরআন-হাদিসের দর্পণে মাওলানা সাদ সাহেবের এ সংক্রান্ত বয়ানের নিরীক্ষণ
৬	جہاد اور في سبیل اللہ کی تشریح
	ফী সাবিলিল্লাহ ও জিহাদের ব্যাখ্যা
৭	کیا اللہ کی نصرت عبادت پر نہیں؟
	শুধু দাওয়াতি মেহনতেই আল্লাহর নুসরত?
৮	شعر وشاعری کرنے اور اس میں مشغول ہونے سے حافظہ بھول جائےگا؟
	কবিতা লেখা কি ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ? কাব্যচর্চার কারণে স্মৃতিশক্তি কি লোপ পায়?
৯	گوشت روٹی کا ولیمہ کیا رسول اللہ ﷺ کے معمول اور سنت کے خلاف ہے؟ مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے ایک بیان کا مختصر جائزہ
	গোশত-রুটির অলিমা : আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায় নতুন বিভ্রান্তিকর বয়ান [তাবলীগ সিরিজের ১১ নম্বর বই]
১০	کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں؟
	প্রকাশ্যে গুনাহ করা কি নির্লজ্জতা নয়?

[8]

।। তাম্মাত বিল খায়র ।।

---

[8]. ইনশাআল্লাহ সবগুলো বই আমরা ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করে যাব। নিয়মিত বিরতিতে আপনারা বইগুলো পেতে থাকবেন। –অনুবাদক